চতুর্থ পারা

টীকা-১৭২. بِرّ (বির্‌র) দ্বারা তাক্বওয়া (খোদাভীরুতা) ও আনুগত্য (বন্দেগী) বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, "এখানে 'ব্যয় করা' ব্যাপকার্থক। সব ধরণের সাদ্‌ক্বাহ্ এ'তে শামিল রয়েছে। অর্থাৎ 'ওয়াজিব সাদ্‌ক্বাহ্' হোক কিংবা 'নফল সাদক্বাহ্'- সবই এর অন্তর্ভূক্ত।"

হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে- যে সম্পদ মুসলমানদের নিকট প্রিয় হয় এবং তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তা এ আয়াতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে; যদিও একটি খেজুরই হয়। (খাযিন)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয্ (রাদিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু) বস্তায় বস্তায় চিনি খরিদ করে সাদক্বাহ্ করতেন। তাঁকে বলা হলো, "সে গুলোর মূল্য কেন সাদ্‌ক্বাহ্ করেন না?" তিনি বললেন, "চিনি আমার নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। আমি চাই আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রিয় বস্তু ব্যয় করতে।" (মাদারিক)

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, হযরত আবূ তাল্‌হা আনসারী মদীনা শরীফে বড় অর্থশালী লোক ছিলেন। তাঁর নিকট তাঁর সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বায়রাহা' বাগান অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি রসূলে পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, "আমার নিকট আমার সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বায়রাহা' সর্বাধিক প্রিয়। আমি সেটা আল্লাহ্‌র রাহে সাদক্বাহ্ করছি।" হুযূর এর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং হযরত আবূ তাল্‌হা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আল্য আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইঙ্গিতে তাঁর নিকটাত্মীয়বৃন্দ ও চাচার বংশধরদের মধ্যে সেটা বন্টন করে দিলেন।

হযরত ওমর ফারূক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে লিখেছিলেন, "আমার জন্য একটি দাসী ক্রয় করে পাঠিয়ে দাও।" যখন সে (দাসী) এসে পৌঁছলো, তাঁর নিকট খুব পছন্দ হলো। তিনি এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য তাকে আযাদ করে দিলেন।

সূরাঃ ৩ আল্-ই-ইমরান ১২৯ পারাঃ ৪

রুকূ' - দশ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝٩٢

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٩٣

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩٤

৯২. তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌঁছবেনা যতক্ষণ আল্লাহ্‌র পথে আপন প্রিয়বস্তু ব্যয় করবে না (১৭২) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তা আল্লাহ্‌র জানা আছে।

৯৩. যাবতীয় খাদ্য বনী ইস্রাঈলের জন্য হালাল ছিলো কিন্তু ঐ খাদ্য যা য়া'কূব নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলো তাওরীত অবতীর্ণ হবার পূর্বে। আপনি বলুন, 'তাওরীত এনে পাঠ করো যদি সত্যবাদী হও (১৭৩)।'

৯৪. সুতরাং এরপর যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করে (১৭৪), তবে তারাই যালিম।

মানযিল - ১

টীকা-১৭৩. শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বললো, "হুযূর, আপনি নিজেকে নিজে ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীনের উপর আছেন বলে ধারণা রাখেন; অথচ হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) উটের দুধ ও মাংস আহার করতেন না, কিন্তু আপনি আহার করেন। সুতরাং আপনি ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীনের উপর হলেন কী ভাবে?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "এসব বস্তু হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্য হালাল ছিলো।" ইহুদীগণ বলতে লাগলো, "এগুলো হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপরও হারাম ছিলো, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপরও হারাম ছিলো এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত হারাম রূপেই চলে এসেছে।"

এর জবাবে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আর বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের এ দাবী ভুল; বরং এসব বস্তু হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম), হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক্ব ও হযরত য়া'কূব (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উপর হালাল ছিলো। হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম) কোন কারণে এসব বস্তু নিজের উপর হারাম করেছিলেন। আর এ হারাম হবার বিধান তাঁর বংশধরদের মধ্যেই প্রচলিত থাকে। ইহুদীরা এটা অস্বীকার করলো। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এ বিষয়ে তাওরীতই বলবে। তোমরা যদি অস্বীকার করো, তবে তাওরীত আনো।" এতে ইহুদীরা অপমানিত ও লজ্জিত হবার আশংকা বোধ করলো। কাজেই, তারা তাওরীত আনতে সাহস করলোনা। (ফলে,) তাদের মিথ্যা প্রকাশিত হলো এবং তাদেরকে লজ্জিত হতে হলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ক) এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর মধ্যে বিধানাবলী রহিত হতো। এতে ইহুদীদের খণ্ডন রয়েছে, যারা 'আহকাম' রহিত হওয়ায় বিশ্বাসী ছিলোনা।

খ) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'উম্মী' ছিলেন। এতদসত্ত্বেও ইহুদী সম্প্রদায়কে তাওরীত দ্বারা অভিযুক্ত করা এবং তাওরীতের বিষয়বস্তুগুলো থেকে প্রমাণ পেশ করা তাঁর মু'জিযা ও নবূয়তেরই প্রমাণ। আর এর দ্বারা তাঁর খোদা প্রদত্ত ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

টীকা-১৭৪. এবং বলে বেড়ায় যে, 'হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীনের মধ্যে উটের মাংস ও দুধ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন।'

টীকা-১৭৫. কারণ, সেটাই হচ্ছে 'ইসলাম' ও 'দ্বীন-ই-মুহাম্মদী' (দঃ)।

টীকা-১৭৬. **শানে নুযূলঃ** ইহুদীরা মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "বায়তুল মুক্বাদ্দাস আমাদের ক্বিবলা, কা'বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, সেটার চেয়েও পুরানা, নবীগণের হিজরতের স্থান এবং ইবাদতের ক্বিবলা।" মুসলমানরা বললেন, "কা'বা শ্রেষ্ঠতর।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম স্থান যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন; নামাযের ক্বিবলা এবং হজ্জ্ ও তাওয়াফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন, যায় মধ্যে সৎ কার্যাদির সাওয়াব বেশী পরিমাণে অর্জিত হয়, তা হচ্ছে কা'বা মু'আয্‌যামাই, যা সম্মানিত মক্কা নগরীতেই অবস্থিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কা'বা মু'আয্‌যামা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের চল্লিশ বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে।

টীকা-১৭৭. যেগুলো সেটার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। সে সব নিদর্শনের মধ্যে কয়েকটা নিম্নরূপঃ

১) পাখী কা'বা শরীফের উপর বসেনা এবং সেটার উপর দিয়ে উড়ে যায় না, বরং উড়ে নিকটে এসে এদিক-সেদিক সরে পড়ে। আর যে পাখী অসুস্থ হয়ে পড়ে সেটা তার চিকিৎসা এভাবে করে যে, কা'বা শরীফের হাওয়ার মধ্য দিয়ে উড়ে যায়। এর দ্বারা সেগুলোর নিরাময় হয়ে যায়।

২) পশু একে অপরকে হেরেমের মধ্যে কষ্ট দেয়না। এমনকি কুকুর এ ভূ-খণ্ডে হরিণের উপর হামলা করেনা এবং সেখানে শিকার করেনা।

৩) মানুষের অন্তর কা'বা মু'আয্‌যামা'র প্রতি আকর্ষণ করে এবং সেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই চোখ থেকে পানি জারী হয়ে যায়।

৯৫. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ সত্যবাদী। কাজেই, ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর চলো (১৭৫); যিনি প্রত্যেক বাতিল থেকে আলাদা ছিলেন এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'

৯৬. নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক (১৭৬)।

৯৭. সেটার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে (১৭৭)– ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান (১৭৮) এবং যে ব্যক্তি সেটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে (১৭৯); এবং আল্লাহ্‌রই জন্য মানবকূলের উপর সেই ঘরের হজ্জ্ করা (ফরয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে (১৮০)। আর যে অস্বীকারকারী হয়, তবে আল্লাহ্ সমগ্র জাহান থেকে বে-পরোয়া (১৮১)।

৯৮. আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ কেন অমান্য করছো (১৮২)? এবং তোমাদের কাজ আল্লাহ্‌র সামনেই রয়েছে।'

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

৪) প্রত্যেক জুম্'আহ্ রাত্রিতে আউলিয়া কেরামের রূহসমূহ এর চতুর্দিকে হাযির হয়ে যায় এবং

৫) যে কেউ সেই ঘরের অসম্মানের ইচ্ছা করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

তাছাড়া, ঐসব নিদর্শনের মধ্য থেকে 'মক্বামে ইব্রাহীম' ইত্যাদি হচ্ছে এমনসব বস্তু, যেগুলো আয়াতের মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। (মাদারিক, খাযিন, আহ্‌মদী)

টীকা-১৭৮. 'মক্বামে ইব্রাহীম' (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের দাঁড়াবার স্থান) হচ্ছে সেই পাথর, যায় উপর হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) কা'বা শরীফের নির্মাণ কার্য সম্পাদনের সময় দণ্ডায়মান হতেন এবং এর মধ্যে তাঁর কদম মুবারকের চিহ্ন ছিলো, যা দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া ও অসংখ্য হাতের স্পর্শ সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কিছু অবশিষ্ট রয়েছে।

টীকা-১৭৯. এমন কি যদি কেউ হত্যা ও অপরাধ করে 'হেরম'-এর মধ্যে আশ্রয় নেয়, তবে সেখানে তাকে না হত্যা করা হবে, না তার উপর কোন শাস্তি কার্যকর করা হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, "যদি আমি আপন পিতা খাত্তাবের হত্যাকারীকেও হেরম শরীফের অভ্যন্তরে পাই, তবে তার গায়ে হাতও লাগাবোনা, যতক্ষণ না সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।"

টীকা-১৮০. **মাস্আলাঃ** এ আয়াতে হজ্জ্ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে এবং এ কথারও যে, তজ্জন্য সামর্থ্য থাকা পূর্বশর্ত।

হাদীস শরীফে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটার ব্যাখ্যা 'সফর-সামগ্রী' ও 'বাহন' দ্বারা করেছেন। 'সফর সামগ্রী' মানে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাপনা এ পরিমাণ হওয়াচাই যে, গিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য যথেষ্ট হয়। আর তাও এ ফিরে আসার সময় পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পথের নিরাপত্তাও জরুরী। কেননা, তা ব্যতীত 'সামর্থ্য' প্রমাণিত হয়না।

টীকা-১৮১. এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। আর এ মাস্আলাও প্রমাণিত হয় যে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত ফরযের অস্বীকারকারী কাফির।

টীকা-১৮২. যেগুলো বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তের সত্যতার প্রমাণ বহন করে।

টীকা-১৮৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী গোপন করে, যা তাওরীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১৮৪. যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা তাওরীতে লিপিবদ্ধ আছে এবং আল্লাহ্র নিকট যেই ধর্ম গ্রহণীয়, তা শুধু দ্বীন-ই-ইসলামই।

টীকা-১৮৫. শানে নুযূলঃ 'আউস' ও 'খায্‌রাজ' গোত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে ভীষণ শত্রুতা ছিলো এবং দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বদৌলতে সেই গোত্রদ্বয়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হলো। একদিন তাঁরা একটা মজলিসে বসে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনায় মশগুল ছিলেন। শাস ইবনে ক্বায়স ইহুদী, যে ইসলামের বড় শত্রু ছিলো, সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলো এবং তাঁদের পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলো। আর বলতে লাগলো, "এসব লোক পরস্পর এভাবে মিলে গেলে আমাদের ঠিকানা কোথায়?" (তখন সে) একজন যুবককে নিয়োগ করলো যেন সে তাঁদের মজলিসে বসে তাঁদের পূর্ববর্তী যুদ্ধ-বিগ্রহের কথার অবতারণা করে এবং সে যুগে প্রত্যেক গোত্র, যারা আপন গুণগান এবং প্রতিপক্ষের কুৎসা ও হীনতার যেসব শ্লোক (কবিতা) লিখতো, সেগুলো যেন আবৃত্তি করে। সুতরাং সেই ইহুদী যুবক অনুরূপই করলো এবং তার এ উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে উভয় গোত্রের লোকেরা ক্রোধান্বিত হলো এবং অস্ত্রধারণ করলো। রক্তপাত হবার উপক্রম হলো।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ খবর পেয়ে মুহাজির সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে তাশরীফ আনলেন এবং এরশাদ করলেন, "হে মুসলমানদের জমা'আত! এ কি ধরণের জাহেলী যুগের কার্যকলাপ? স্বয়ং আমি তোমাদের মধ্যে আছি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামের সম্মান দিয়েছেন, জাহেলিয়াতের বালা থেকে নাজাত দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি আবার কুফরী যুগের অবস্থার দিকে ফিরে যাচ্ছো?"

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ তাঁদের অন্তরকে প্রভাবিত করলো। আর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এটা শয়তানেরই ধোকা এবং শত্রুরই চক্রান্ত ছিলো। তাঁরা হাত থেকে হাতিয়ার নিক্ষেপ করলেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অনুগত বেশে চলে আসলেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

৯৯. আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! কেন আল্লাহ্র পথে বাধা দিচ্ছো (১৮৩) তাকে, যে ঈমান এনেছে? সেটাকে বক্র করতে চাচ্ছো, অথচ তোমরা নিজেরাই এর উপর সাক্ষী রয়েছো (১৮৪)? এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে গাফিল নন।'

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০. হে ঈমানদাররা! যদি তোমরা কিছু সংখ্যক কিতাবীর কথা মতো চলো, তবে তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির করে ছাড়বে (১৮৫)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا
فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১. এবং তোমরা কিভাবে কুফর করবে? অথচ তোমাদের উপর আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রসূল তাশরীফ এনেছেন। আর যে আল্লাহ্র আশ্রয় নিয়েছে, তবে নিশ্চয় তাকে সোজা রাস্তা দেখানো হয়েছে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ
اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

রুকূ' – এগার

১০২. হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য এবং কখনো মৃত্যুবরণ করোনা, কিন্তু মুসলমান (হয়ে)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ
تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. এবং আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো (১৮৬) সবাই মিলে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

টীকা-১৮৬. حَبْلُ اللّٰهِ (আল্লাহ্র রজ্জু)। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, "তা দ্বারা 'ক্বোরআন মজীদ' বুঝানো হয়েছে।" মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, ক্বোরআন পাকই 'আল্লাহ্র রজ্জু' (حَبْلُ اللّٰهِ)। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করেছে সে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত; যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিয়েছে সে পথভ্রষ্টতার উপরই।

হযরত ইবনে মাস্‌ঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "আল্লাহ্র রজ্জু দ্বারা 'জমা'আত' (আহলে সুন্নাত) বুঝায়।" তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা জমা'আত (আহলে সুন্নাতের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকা)-কেই অনিবার্য করে নাও। কারণ, সেটাই হচ্ছে 'আল্লাহ্র রজ্জু', যাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

টীকা-১৮৭. যেমন, ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়দ্বয় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এ আয়াতে ঐ কার্যকলাপ ও তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেগুলো মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়। মুসলমানদের সঠিক পথ হচ্ছে- 'মাযহাব-ই-আহলে সুন্নাত'। এটা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা (মতবাদ) অবলম্বন করা ধর্মের মধ্যে দলাদলির নামান্তর এবং তা নিষিদ্ধ।

টীকা-১৮৮. এবং ইসলামের বদৌলতে শত্রুতা দূরীভূত হয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বীনী মুহাব্বত সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি, 'আউস' ও 'খাযরাজ' গোত্রদ্বয়ের সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, যা দীর্ঘ একশ বিশ বছর ধরে অব্যাহত ছিলো এবং যার কারণে দিনরাত হত্যা ও লুণ্ঠতরাজের নৈরাজ্য কায়েম হয়েছিলো। বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তা মিটিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন এবং যুদ্ধবাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

টীকা-১৮৯. অর্থাৎ 'কুফরের অবস্থায়'। অর্থাৎ যদি এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করতো, তবে দোযখেই পৌঁছে যেতো।

টীকা-১৯০. ঈমানের মহামূল্য সম্পদ দান করে।

আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা (১৮৭) এবং নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ করো- যখন তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ছিলো, তিনি তোমাদের অন্তরগুলোতে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর অনুগ্রহক্রমে, তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছো (১৮৮) এবং তোমরা দোযখের একটা গর্তের প্রান্তে ছিলে (১৮৯)। তখন তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন (১৯০)। আল্লাহ্ তোমাদের নিকট এভাবেই স্বীয় নিদর্শনাদি বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হিদায়ত পাও।

وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিৎ, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে (১৯১)। আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে (১৯২)।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. এবং তাদের মতো হয়োনা, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে (১৯৩), এরপর যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট এসেছিলো (১৯৪)। আর তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا
مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬. যেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে। কাজেই, যাদের মুখ কালো হয়েছে (১৯৫), 'তোমরা কি ঈমান এনে কাফির হয়ে গেলে (১৯৬)?' সুতরাং এখন আযাবের স্বাদগ্রহণ করো স্বীয় কুফরের বিনিময় স্বরূপ।

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

টীকা-১৯১. এ আয়াত থেকে সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান এবং অসৎ কর্ম থেকে বাধা প্রদান 'ফরয হওয়া' এবং 'ইজমা' (ইমামদের ঐকমত্য) 'দলীল' হওয়ার পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়।

টীকা-১৯২. হযরত আলী মুর্তাদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।"

টীকা-১৯৩. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি অবাধ্যতা ও শত্রুতা প্রবল হয়ে উঠেছে।

অথবা, যেমন তোমরা নিজেরাই প্রাক-ইসলামী অন্ধকার যুগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে, তোমাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিলো।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াতের মধ্যে মুসলমানদেরকে ঐক্য ও সংহতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মতবিরোধ ও এর কারণ সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসসমূহেও এর উপর খুব তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের জমা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যখনই ফিরকা সৃষ্টি হয়, এ নির্দেশের বিরোধিতার ফলেই সৃষ্টি হয়। আর তারা মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং হাদীস শরীফের ঘোষণানুযায়ী তারা শয়তানেরই শিকারে পরিণত হয়। (আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে আশ্রয় দান করুন!)

টীকা-১৯৪. এবং সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো।

টীকা-১৯৫. অর্থাৎ কাফিররা। তাদেরকে ধিক্কার স্বরূপ বলা হবে।

টীকা-১৯৬. এটা দ্বারা হয়ত সমস্ত কাফিরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতদ্‌ভিত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 'ঈমান' দ্বারা অঙ্গীকার দিবসের (روز میثاق) 'ঈমানের' কথা বুঝায়, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেছিলেন, "আমি কি তোমাদের রব (প্রতিপালক) নই?" সবাই বলেছিলো, "কেন নন। (অবশ্যই, আপনি আমাদের রব) আর ঈমান এনেছিলো। এখন যারা পৃথিবীতে কাফির হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে- "তোমরা 'অঙ্গীকার-দিবসে'

ঈমান আনার পর (এখন) কাফির হয়ে গেছো।"

হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে এতে মুনাফিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মৌখিকভাবে স্বীয় ঈমান প্রকাশ করেছিলো, অথচ তারা আন্তরিকভাবে তা অস্বীকার করতো।

হযরত ইক্‌রামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা তানহু) বলেছেন যে, তারা হচ্ছে- 'আহ্‌লে কিতাব' (ইহুদী ও খৃষ্টান); যারা বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়ত প্রকাশের পূর্বেতো হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান এনেছিলো। কিন্তু হুযূর (দঃ)-এর নবূয়ত প্রকাশের পর তাঁকে অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেছে। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এটা দ্বারা ধর্মত্যাগীরাই সম্বোধিত, যারা ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় তা থেকে ফিরে গিয়েছিলো এবং কাফির হয়ে গিয়েছিলো।

১০৭. আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে (১৯৭), তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মধ্যে রয়েছে। তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৮. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন, যেগুলো আমি (আল্লাহ্) সঠিকভাবে তোমাদের নিকট পাঠ করছি এবং আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর উপর যুলুম চান না (১৯৮)।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৯. আল্লাহ্‌রই, যা কিছু আসমানসমূহে বিদ্যমান এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। আর আল্লাহ্‌রই প্রতি সব কাজের প্রত্যাবর্তন (অনিবার্য)।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۱۰۹﴾ ع

রুকূ' – বার

১১০. তোমরা শ্রেষ্ঠতম (১৯৯) ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে; সৎ কাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো, আর আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখছো এবং যদি কিতাবী (সম্প্রদায়) ঈমান আনতো (২০০) তবে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর ছিলো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়েছে (২০১) এবং অধিকাংশ কাফির।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

১১১. তারা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করবে না, কিন্তু এ কষ্ট দেয়া (২০২) এবং যদি (তারা) তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তোমাদের সম্মুখ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (২০৩) অতঃপর তাদেরকে কোন সাহায্য করা যাবে না।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

টীকা-১৯৭. অর্থাৎ ঈমানদাররা। সেদিন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে তাঁরা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবেন এবং তাঁদের চেহারা উজ্জ্বল ও চমকিত হবে। ডানে, বামে এবং সম্মুখে নূর হবে।

টীকা-১৯৮. এবং কাউকেও বিনা দোষে শাস্তি দেন না এবং কারো সৎকর্মের সাওয়াব হ্রাস করেন না।

টীকা-১৯৯. হে উম্মতে মুহাম্মদী! (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে মালেক ইবনে সায়ফ এবং ওয়াহাব ইবনে ইয়াহুদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনুহু) প্রমূখ সাহাবীদেরকে বললো, "আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম এবং আমাদের ধর্ম তোমাদের ঐ ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছো।" এর খণ্ডনে এই আয়াত নাযিল হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের হাত 'জামা'আত' (আহলে সুন্নাত)-এর উপর থাকবে। যে ব্যক্তি 'জামা'আত' হতে পৃথক হয় সে দোযখে প্রবেশ করবে।"

টীকা-২০০. নবীকুল সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর।

টীকা-২০১. যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর ইহুদী সাথীগণ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে, আর নাজ্জাশী ও তাঁর সঙ্গীগণ খৃষ্টান সম্প্রদায় থেকে।

টীকা-২০২. মৌখিকভাবে দোষারোপ, দুর্ণাম রটনা এবং হুমকি ইত্যাদি দ্বারা।

শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সংগীগণ; ইহুদী নেতৃবৃন্দ তাঁদের শত্রু হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁদেরকে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনায় লেগে গিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে আশ্বস্ত করে দিয়েছেন যে, তারা মৌখিক সমালোচনা ছাড়া মুসলমানদেরকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না। বিজয় মুসলমানদেরই থাকবে। পক্ষান্তরে, ইহুদীদের পরিণতি হবে লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

টীকা-২০৩. এবং তোমাদের সাথে মুকাবিলায় তারা টিকে থাকতে পারবে না, এসব অদৃশ্য সংবাদ অনুরূপই সংঘটিত হয়েছিলো।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১২. তাদের জন্য অবধারিত হয়েছে লাঞ্ছনা; (তারা) যেখানেই থাকুক না কেন নিরাপত্তা পাবে না (২০৪), কিন্তু আল্লাহ্‌র রজ্জু (২০৫) এবং মানুষের রজ্জু দ্বারা (২০৬) এবং (তারা) আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে। আর তাদের উপর অবধারিত হয়েছে পরমুখাপেক্ষিতা (২০৭), এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোর প্রতি অস্বীকৃতি (কুফর) জ্ঞাপন করে এবং পয়গাম্বরগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে। এটা এ জন্যই যে, (তারা) নির্দেশ অমান্যকারী এবং অবাধ্য ছিলো।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৩. সবাই এক ধরনের নয়। কিতাবীদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যে, তারা সত্যের উপর অবিচলিত (২০৮); (তারা) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে রাতের মুহূর্তগুলোতে এবং তারা সাজদারত হয় (২০৯)।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৪. আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান আনে, সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বারণ করে (২১০) আর সৎ কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয় এবং এ সব ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পন্ন।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. এবং যেই সৎ কাজই তারা করুক তাদের প্রাপ্য বিনষ্ট করা হবে না এবং আল্লাহ্‌র জানা আছে কারা খোদাভীতিসম্পন্ন (২১১)।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে, তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (২১২) তাদেরকে আল্লাহ্ (-এর শাস্তি) থেকে সামান্যটুকুও রক্ষা করবে না এবং তারা জাহান্নামী। তাদেরকে সেটার মধ্যে সর্বদা থাকতে হবে (২১৩)॥

টীকা-২০৪. সর্বদা অপমানিত হয়েই থাকবে, সম্মান কখনো পাবে না। তারই প্রতিফলন হচ্ছে যে, আজ পর্যন্ত ইহুদীদের কোথাও মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের ভাগ্যে জোটেনি। যেখানেই রয়েছে প্রজা ও অধীনের মতো হয়েই রয়েছে। ★

টীকা-২০৫. আঁকড়ে ধরে অর্থাৎ ঈমান এনে

টীকা-২০৬. অর্থাৎ মুসলমানদের আশ্রয় নিয়ে এবং তাদেরকে 'জিয্য়া' (কর) প্রদান করে। (অর্থাৎ অন্য কারো সাহায্য নিয়ে)।

টীকা-২০৭. সুতরাং ইহুদীরা ধনশালী হয়েও অন্তরের ঐশ্বর্য তাদের ভাগ্যে জোটেনা।

টীকা-২০৮. শানে নুযূলঃ যখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ ঈমান আনলেন, তখন ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেমগণ হিংসার আগুনে জ্বলে উঠে বললো, "মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর আমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তারা মন্দ লোক। যদি মন্দ না হতো তবে স্বীয় পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতোনা।" এর জবাবে এ আয়াত নাযিল করা হয়েছে। হযরত আতা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমত হচ্ছে- مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ দ্বারা নাজরানের চল্লিশজন, হাবশাহ্ (আবিসিনিয়া)-এর বত্রিশজন এবং রোমের আটজন অধিবাসীকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন, অতঃপর হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছিলেন।

টীকা-২০৯. অর্থাৎ নামায আদায় করেন। এটা দ্বারা হয়ত এশার নামায বুঝানো উদ্দেশ্যে, যা কিতাবীগণ আদায় করতো না, নতুবা তাহাজ্জুদের নামায।

টীকা-২১০. এবং ধর্মীয় বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করেনা।

টীকা-২১১. ইহুদীগণ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেছিলো, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁরা (মুসলমানগণ) বহু উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত হয়েছেন এবং স্বীয় কার্যাদির প্রতিদান পাবেন। ইহুদীদের এই প্রলাপ অর্থহীন।

টীকা-২১২. যাদের উপর তাদের বড়ই গর্ব রয়েছে।

টীকা-২১৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত বনী ক্বোরায়যা এবং বনী নযীর গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইহুদী নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব ও অর্থ-সম্পদ অর্জন করার উদ্দেশ্যেই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে এরশাদ করেন যে, তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুতায় অযথা নিজেদের পরিণতিকে বরবাদ করেছে। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত ক্বোরাঈশ বংশীয় অংশীবাদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, আবূ জাহলের স্বীয় ধন-দৌলতের উপর বড়ই অহংকার ছিলো এবং আবূ সুফিয়ান বদর ও উহুদের উভয় যুদ্ধে মুশরিকদের জন্য বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছিলো।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত সমস্ত কাফিরের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির কোনটাই কাজে

★ মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত 'ইস্রাঈল রাষ্ট্র'(!) প্রতিষ্ঠা পবিত্র ক্বোরআনের চিরন্তন সত্যবাণীর আদৌ বরখেলাফ নয়। কেননা, এ আয়াতের সাথে বলা হয়েছে- اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ (অর্থাৎ কোন ইহুদী স্থায়ী লাঞ্ছনা ও অভিশাপের জীবন থেকে তখনই রক্ষা পাবে, যখন তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে; অথবা অন্য জাতির সাহায্য নেবে। আজ তারা খৃষ্টান জাতির সাহায্যের উপর নির্ভর করেই পুনর্বাসিত হয়েছে এবং আমেরিকা ও বৃটেন ইত্যাদি পরাশক্তির পূর্ণ মুখাপেক্ষী হয়েই টিকে আছে মাত্র।

আসার ও আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো নয়।

টীকা-২১৪. মুফাস্‌সিরগণের অভিমত হচ্ছে এ যে, এতে ইহুদীদের ঐ অর্থ ব্যয়ই বুঝানো উদ্দেশ্য, যা তারা তাদের আলিম ও নেতৃবৃন্দের জন্য করতো। অন্য এক অভিমত হলো এ যে, এ'তে কাফিরদের সব রকমের অর্থ ব্যয় এবং দান-দক্ষিণাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ'তে লোক দেখানো খরচের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যয় হয়ত পার্থিব স্বার্থে কিংবা পরকালীন স্বার্থেই হয়ে থাকে। যদি নিছক পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্যই হয়, তবে পরকালে এর দ্বারা কি উপকার হবে? আর রিয়াকারের তো পরকালীন লাভ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কোন উদ্দেশ্যই থাকেনা। তার 'আমল'(কর্ম) শুধু লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। এ ধরণের আমলের পরকালে কি উপকার হবে? আর কাফিরদের সমস্ত 'আমল' বিফল হবে। তারা যদিও আখিরাতে লাভবান হবার উদ্দেশ্যেঃ খরচ করে থাকে তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবেনা। তাদের জন্য সেই উদাহরণই যথার্থ, যা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

১১৭. সেটারই দৃষ্টান্ত, যা তারা এ পার্থিব জীবনে (২১৪) ব্যয় করে, ঐ বায়ুর ন্যায়, যার মধ্যে তুষার থাকে; তা এমন এক গোত্রের ক্ষেতের উপর বর্ষিত হয়েছে, যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করতো। তখন তা (সেই বায়ু) সেটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে (২১৫) এবং আল্লাহ্ তাদের উপর যুলুম করেননি। হাঁ তারাই নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করে থাকে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৮. হে ঈমানদারগণ! (আপন লোকদের ব্যতীত) অপর লোকদেরকে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা (২১৬)। তারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোনরূপ ত্রুটি করেনা। তাদের কামনা হচ্ছে- যত কষ্টই আছে তোমাদের নিকট পৌঁছুক! শত্রুতা তাদের কথাবার্তা থেকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে (২১৭) এবং তারা যা অন্তরে গোপন রেখেছে তা আরো জঘন্য। আমি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে দিয়েছি যদি তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকে (২১৮)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৯. ওহে, তোমরা শুনছো! তোমরা তো তাদেরকে চাও (২১৯), অথচ তারা তোমাদেরকে চায়না (২২০) এবং অবস্থা এ যে, তোমরা সব কিতাবের উপর ঈমান এনে থাকো (২২১)। আর তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি (২২২)।' আর যখন পৃথক হয় তখন তোমাদের উপর আক্রোশে আঙ্গুল চিবায়। আপনি বলে দিন, 'মরে যাও নিজেদের আক্রোশে (২২৩)!' আল্লাহ্ ভালোই জানেন অন্তরগুলোর কথা।

هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾

১২০. যদি তোমাদের কোন কল্যাণ সাধিত হয় তবে তাদের খারাপ লাগে (২২৪),

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۫

টীকা-২১৫. অর্থাৎ যেভাবে বরফ বর্ষণকারী বায়ু ক্ষেত-খামার নষ্ট করে দেয়, অনুরূপভাবে, কুফর সৎপথে ব্যয়কেও নিষ্ফল করে দেয়।

টীকা-২১৬. তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা, ভালবাসার সম্পর্ক রেখোনা। তারা নির্ভরযোগ্য নয়।

শানে নুযূলঃ কোন কোন মুসলমান ইহুদীদের সাথে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব এবং প্রতিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্তিতে মেলামেশা করতেন। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

মাস্আলাঃ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি রাখা এবং তাদেরকে স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ।

টীকা-২১৭. ক্রোধ ও শত্রুতা

টীকা-২১৮. কাজেই, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা।

টীকা-২১৯. আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্তিতে,

টীকা-২২০. এবং ধর্মীয় বিরোধিতার ভিত্তিতে তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

টীকা-২২১. এবং তারা তোমাদের কিতাব (ক্বোরআন)-এর উপর ঈমান রাখেনা।

টীকা-২২২. এটা মুনাফিকদের অবস্থা।

টীকা-২২৩. কবি বলেন- بمیر تا برہی اے حسود کیں رنجیست ۔ کہ از مشقت اُو جز بمرگ نتواں رست

অর্থাৎঃ "হে হিংসাপরায়ণ! তুমি মরে যাও, তবেই নিস্তার পাবে। কারণ, হিংসা এমন এক দুঃখ যে, সেটার কষ্ট থেকে মৃত্যু ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই।"

টীকা-২২৪. এবং এর উপর তারা দুঃখিত হয়,

টীকা-২২৫. এবং তাদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সর্ক না রাখো,

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য ও পরহেয়গারী অতীব ফলপ্রসূ।

টীকা-২২৬. মদীনা তৈয়্যবায়, উহুদের উদ্দেশ্যে

টীকা-২২৭. অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হলো- এটা-উহুদ যুদ্ধের বিবরণ; যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় কাফিরদের অন্তরে বড় দুঃখ ছিলো। এ জন্য তারা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে অভিযান পরিচালনা করলো। যখন রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ পেলেন যে, কাফির সৈন্য বাহিনী উহুদ প্রান্তরে উপনীত হয়েছে, তখন তিনি স্বীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। এ পরামর্শে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলূলকেও ডাকা হয়েছিলো। তাকে ইতিপূর্বে কখনো কোন পরামর্শের জন্য ডাকা হয়নি। অধিকাংশ 'আনসার' এবং এই আবদুল্লাহর এ প্রস্তাব ছিলো যেন হুযূর (দঃ) মদীনা তৈয়্যবাতেই অবস্থান করেন। আর যখন কাফিরগণ এখানে আসবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হবে। এটাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু কোন কোন সাহাবীর প্রস্তাব এ ছিলো যে, মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হোক। আর তাঁরা বার বারই এ প্রস্তাব দিচ্ছিলেন।

বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হুজরায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাইরে তাশরীফ আনয়ন করলেন। এখন হুযূর (দঃ)-কে দেখে ঐ সাহাবীগণ লজ্জিত হলেন এবং তাঁরা আরয করলেন, "হুযূর, আপনাকে পরামর্শ দেয়া এবং সেটার বারংবার অবতারণা করা আমাদের গলদই ছিলো। এটা ক্ষমা করুন আর যা আপনার বরকতময় মর্জি হয় তাই করুন!" হুযূর এরশাদ ফরমা'লেন, "যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের পূর্বেই তা খুলে ফেলা কোন নবীর জন্য শোভা পায়না।"

মুশরিকগণ উহুদের ময়দানে বুধবার অথবা বিষ্যুদবার এসে পৌঁছেছিলো। আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুমু'আহ্‌র দিন জুমু'আর নামাযের পর এক আনসারীর জানাযার নামায পড়ে রওনা হলেন এবং তৃতীয় হিজরীর পনেরই শাওয়াল রোববার সেখানে অবতরণ করলেন। আর একটা গিরিপথ যা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর পেছনে ছিলো, সেদিক থেকে এ আশংকা ছিলো যে, শত্রুরা পেছনের দিক থেকে এসে যে কোন মুহূর্তে হামলা করতে পারে। এ জন্য হুযূর (দঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ সহ সেখানে নিযুক্ত করলেন। আর নির্দেশ দিলেন, যদি শত্রুরা সেদিক থেকে হামলা করে তবে যেন তীর বর্ষণ করে তাদেরকে প্রতিহত করা হয়। আরো নির্দেশ দিলেন যেন কোন অবস্থাতেই এখান থেকে না হটেন এবং সেস্থানও পরিত্যাগ না করেন– বিজয় হোক কিংবা পরাজয়।

وَاِنۡ تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٌ يَّفۡرَحُوۡا بِهَا ؕ وَاِنۡ تَصۡبِرُوۡا وَتَتَّقُوۡا لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطٌ

আর তোমাদের ক্ষতি সাধিত হলে তারা তাতে খুশী হয় এবং যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহেযগারী অবলম্বন করে থাকো (২২৫), তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করবেনা। নিশ্চয় তাদের সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌র আয়ত্বে রয়েছে।

রুকূ' – তের

وَاِذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ اَهۡلِكَ تُبَوِّئُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ مَقَاعِدَ لِلۡقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ

১২১. এবং স্মরণ করুন হে মাহবূব! যখন আপনি প্রত্যুষে (২২৬) আপনার বাসস্থান থেকে বের হয়েছিলেন মুসলমানদেরকে যুদ্ধের মোর্চাসমূহে সজ্জিত করার নিমিত্ত (২২৭) এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল (মুনাফিক), যে মদীনা শরীফে অবস্থান করেই যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলো, স্বীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার কারণে ক্ষুব্ধ হলো এবং বলতে লাগলো, "হুযূর বিশ্বকুল সরদার, (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অল্পবয়স্ক যুবকদের কথা গ্রহণ করলেন; কিন্তু আমার পরামর্শের প্রতি কর্ণপাতই করেননি।" এ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর সাথে তিনশ মুনাফিক ছিলো। তাদেরকে সে বললো, "যখন শত্রুরা মুসলিম সৈন্যদের মুখোমুখি হয়, তখনই তোমরা পলায়ন করবে, যাতে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমাদের দেখাদেখি অন্যান্যরাও পলায়ন করে।"

মুসলিম সৈন্যদের মোট সংখ্যা, ঐ মুনাফিকগণসহ এক হাজার ছিলো। পক্ষান্তরে, মুশরিকদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তার তিনশ' মুনাফিক অনুসারীদের নিয়ে পলায়ন করলো। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অবশিষ্ট সাতশ সাহাবী তাঁরই সাথে রয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে অবিচল রাখলেন। শেষ পর্যন্ত মুশরিকগণ পরাজিত হলো।

তখন সাহাবীগণ পলায়নরত মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেখানে তাঁদেরকে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানে স্থির থাকেননি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে একথা দেখিয়ে দিলেন যে, বদর-যুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার বরকতেই বিজয় লাভ হয়েছিলো। এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করার ফল এটাই হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অন্তর থেকে আতঙ্ক ও ভয়ভীতি দূর করে দিলেন এবং তারা পুনরায় পাল্টা আক্রমন চালালো। ফলে মুসলমানগণ বিপর্যস্ত হয়েছিলেন।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে একটা দল থেকে যান; যাঁদের মধ্যে ছিলেন- হযরত আবূ বকর, হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত সা'আদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)। এ যুদ্ধে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দন্দান মুবারক শহীদ হয়েছিলো এবং পবিত্র

চেহারা মুবারকে যখম হয়েছিলো। এ সম্পর্কেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের ইচ্ছা হলো যে, তারা ভীরুতা প্রদর্শন করবে (২২৮) এবং আল্লাহ্ উভয়ের সামালদাতা। আর আল্লাহ্‌র উপরই মুসলমানদের ভরসা থাকা চাই।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা সম্পূর্ণ হীনবল ছিলে (২২৯)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কেই ভয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন, হে মাহবূব! আপনি মুসলমানদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্য কি একথা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন তিন হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ করে?'

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. হাঁ। কেন হবেনা! যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহেযগারী অবলম্বন করো এবং কাফির ঐ মুহূর্তেই তোমাদের উপর হামলা করে বসে তখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার চিহ্নধারী ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করবেন (২৩০)।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. এবং এ বিজয় আল্লাহ্ দান করেননি, কিন্তু তোমাদের খুশীর জন্যই এবং এজন্যই যে, তা দ্বারা তোমাদের অন্তর শান্তনা পাবে (২৩১) এবং সাহায্য নেই, কিন্তু মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই (২৩২)।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এজন্য যে, কাফিরদের একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করবেন (২৩৩) অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, যাতে (তারা) নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. এ বিষয় আপনার হাতে নয় - হয়ত তিনি তাদেরকে তাওবার শক্তি দেবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

১২৯. এবং আল্লাহ্‌র জন্য যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

রুকূ' - চৌদ্দ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা (২৩৪) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এ আশায় যে, তোমাদের সাফল্য অর্জিত হবে।

টীকা-২২৮. এ দু'দলই আনসারদের মধ্য থেকে ছিলো- একঃ বনী সাল্‌মাহ 'খায্‌রাজ' থেকে এবং দুইঃ বনী হারিসাহ্ 'আউস' থেকে। এ দু'দলই ছিলো মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দু'বাহু স্বরূপ। যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল (মুনাফিক) পলায়ন করেছিলো তখন তাঁরাও (আউস ও খায্‌রাজ) ফিরে যেতে মনস্থ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তাঁদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা হুযূর (দঃ)-এর সাথেই অটল ছিলেন। এখানে এ অনুগ্রহের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২২৯. তোমাদের সংখ্যাও কম ছিলো। তোমাদের নিকট হাতিয়ার এবং সাওয়ারীও কম ছিলো।

টীকা-২৩০. সুতরাং মু'মিনগণ বদর যুদ্ধের দিন ধৈর্য ও পরহেযগারীর সাথে কাজ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা অনুযায়ী পাঁচ হাজার ফিরিশ্‌তা সাহায্যরূপে পাঠিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের বিজয় ও কাফিরদের পরাজয় হয়েছিলো।

টীকা-২৩১. এবং শত্রুদের আধিক্য ও নিজেদের স্বল্পতার দরুন দুঃখ ও অস্থিরতা আসবেনা

টীকা-২৩২. কাজেই, সমস্ত উপায়-উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিই দৃষ্টি রাখা এবং তাঁরই উপর নির্ভর করা উচিৎ।

টীকা-২৩৩. এ ভাবে যে, তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হবে ও গ্রেফতার হবে; যেমন বদরের যুদ্ধে এ ধরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো।

টীকা-২৩৪. মাস্‌আলাঃ এ পবিত্র আয়াতে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই চড়া হারের উপর তিরস্কার সহকারে, যা সেই যমানায় প্রচলিত ছিলো। অর্থাৎ যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যেতো এবং কর্জ গ্রহীতার নিকট কর্জ পরিশোধ করার কোন উপায় থাকতো না, তখন মহাজন কর্জের অর্থ বৃদ্ধি করে মেয়াদ বাড়িয়ে দিতো। আর এরূপ বার বারই করতো, যেমন এ দেশের সুদখোরেরাও করে থাকে এবং এ ধরণের সুদপ্রথাকে 'চক্রবৃদ্ধি' সুদ বলা হয়।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'গুনাহ্ কবীরাহ্'-র কারণে মানুষ ঈমান বহির্ভূত হয়না।

টীকা-২৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে ঈমানদারদেরকে এ মর্মে হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে যে, সুদ ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোকে যেন হালাল জ্ঞান না করে। কেননা, অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞান করা কুফর।

টীকা-২৩৬. কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগত্যেরই শামিল এবং রসূলের নির্দেশ অমান্যকারী আল্লাহ্র আনুগত্যকারী হতে পারেনা।

টীকা-২৩৭. তাওবা ও ফরযসমূহের সম্পাদন এবং আনুগত্য ও আমলের নিষ্ঠা অবলম্বন করে

টীকা-২৩৮. এটা জান্নাতের বিস্তৃতির বর্ণনা, এমনিভাবেই যেন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। কেননা, তারা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বস্তু যা দেখেছে, সেটা আসমান ও যমীনই। এ থেকে তারা অনুমান করতে পারে যে, যদি আসমান ও যমীনকে স্তর স্তর ও ভাঁজ ভাঁজ করে জোড়া দেয়া যায় এবং সব ক'টিকে একটা মাত্র ভাঁজ করা হয়, তবে তা থেকে জান্নাতের বিস্তৃতি অনুমান করা যায় যে, জান্নাত কতই প্রশস্ত!

বাদশাহ্ হিরাক্লিয়াস হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিস সালাম)-এর দরবারে লিখেছিলেন, "যখন জান্নাতের এ প্রশস্ততা যে, আসমান ও যমীন সেটার বিস্তৃতির মধ্যে এসে যায়, তখন দোযখ কোথায় রয়েছে?" হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেছিলেন, "সুব্হানাল্লাহ্! যখন দিন আসে তখন রাত কোথায় থাকে?" এ ভাষা-অলংকার-সমৃদ্ধ উক্তির অর্থ অতি সূক্ষ্ম। প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে- সৌর চক্রের কারণে পৃথিবীর এক প্রান্তে যখন দিন হয়, তখন তার বিপরীত প্রান্তে রাত হয়।

অনুরূপভাবে, জান্নাত উপরের প্রান্তে এবং দোযখ হচ্ছে নিম্নপ্রান্তে। ইহুদীগণ এ প্রশ্নটা হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে করেছিলো। তিনিও এ জবাবটাই দিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে তারা বলেছিলো যে, তাওরীতেও অনুরূপভাবে বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, আল্লাহ্র কুদরত ও ইচ্ছার মধ্যে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি যে বস্তুকে যেখানে চান স্থাপন করেন। এটা মানুষের সংকীর্ণতা যে, কোন জিনিসের প্রশস্ততা দেখে অবাক হয়ে যায়। তখন জিজ্ঞাসা করতে থাকে- 'এমন বিরাটাকার বস্তু কোথায় সামলাবেন?'

১৩১. এবং ঐ আগুন থেকে বাঁচো, যা কাফিরদের জন্যই তৈরী রাখা হয়েছে (২৩৫)।	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾
১৩২. এবং আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত থাকো (২৩৬) এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।	وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. এবং (তোমরা) দ্রুত অগ্রসর হও (২৩৭) স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন বেহেশ্তের প্রতি যার প্রশস্ততায় সমস্ত আসমান ও যমীন এসে যায় (২৩৮), যা পরহেয্গারদের জন্য তৈরী রাখা হয়েছে (২৩৯)।	وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾
১৩৪. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে সুখে ও দুঃখে (২৪০) এবং ক্রোধ-সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্র প্রিয়।	الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. এবং ঐসব লোক, যখন (তাদের) কেউ অশ্লীলতা কিংবা স্বীয় আত্মার প্রতি যুল্ম করে (২৪১) তখন তারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে স্বীয় গুনাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করে (২৪২); এবং আল্লাহ্ ব্যতীত গুনাহ্ কে ক্ষমা করবে? আর তারা জেনেবুঝে নিজেদের কৃত অপরাধের প্রতি পুনঃপুনঃ অগ্রসর হয়না।	وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো- "জান্নাত কি আসমানে, না যমীনে?" বললেন, "সেই কোন্ যমীন ও আসমান আছে, যাতে জান্নাতের স্থান সংকুলান হবে?" আরয করা হলো, "তবে কোথায়?" বললেন, "আসমানগুলোর উপরে, আরশের নীচে।"

টীকা-২৩৯. এ আয়াত এবং এর পূর্বেকার আয়াত- وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ থেকে প্রমাণিত হলো যে, জান্নাত ও দোযখ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মওজুদ রয়েছে।

টীকা-২৪০. অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ব্যয় করেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "তোমরা ব্যয় করো, তবে তো তোমাদের উপরও ব্যয় করা হবে।" অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দান করো, ফলে তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে অর্জন করবে।"

টীকা-২৪১. অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন 'কবীরাহ্' কিংবা 'সগীরাহ্' গুনাহ্ সংঘটিত হয়,

টীকা-২৪২. এবং তাওবা করবে ও গুনাহ্ থেকে বিরত থাকবে এবং ভবিষ্যতের জন্য তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে; যেহেতু এগুলো হলো তাওবা কবুল হবার পূর্বশর্তাদির অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-২৪৩. শানে নুযূলঃ তায়হান নামক খোরমা (খেজুর) বিক্রেতার নিকট এক সুন্দরী মহিলা খোরমা খরিদ করার জন্য এসেছিলো। সে বললো, "এ খোরমাগুলো তো ভালো নয়, উৎকৃষ্ট খোরমা ঘরের ভিতর মওজুদ আছে।" এ অজুহাতে তাকে (মহিলা) লোকটি ঘরের ভিতর নিয়ে গেলো এবং জড়িয়ে ধরে মুখে চুম্বন করলো। মহিলাটি বললো, "আল্লাহ্‌কে ভয় করো!" এ কথা শুনতেই লোকটি তাকে ছেড়ে দিলো এবং লজ্জিত হলো। আর বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আরয করলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতে করীমাহ্ – وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً ۔ الْاٰيَة নাযিল হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এক আনসারী এবং এক সাক্বাফী (বনূ সাক্বীফ গোত্রের লোক)-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো। তাঁরা একে অপরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সাক্বাফী জিহাদে গিয়েছিলেন আর স্বীয় বাড়ী ঘরের দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁর আনসারী ভাইকে সোপর্দ করেছিলেন।

أُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. এমন ব্যক্তিবর্গের প্রতিদান হচ্ছে- তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং (এমন) জান্নাতসমূহ (২৪৩) যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। (তারা) এগুলোর মধ্যে সর্বদা থাকবে এবং সৎকর্মকারীদের জন্য কতোই উত্তম পুরস্কার রয়েছে (২৪৪)!

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. তোমাদের পূর্বে কিছু রীতি ব্যবহারের মধ্যে এসেছে (২৪৫)। সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করে দেখো- কি পরিণাম হয়েছে অস্বীকারকারীদের (২৪৬)!

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও পথ-প্রদর্শন এবং পরহেযগারদের জন্য উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. এবং না দুর্বল হও এবং না দুঃখিত হও (২৪৭); তোমরাই বিজয়ী হবে যদি ঈমান রাখো।

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. যদি তোমাদের নিকট (২৪৮) কোন কষ্ট পৌঁছে, তবে তারাও তো অনুরূপ পেয়েছিলো (২৪৯) এবং এ দিনগুলো হলো এমনই যে, সেগুলোতে আমি মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমিক আবর্তন রেখেছি (২৫০) এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ পরিচয় করিয়ে দেবেন ঈমানদারদের (২৫১)। আর তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন; এবং আল্লাহ্ ভালবাসেননা অত্যাচারীদেরকে।

একদিন আনসারী মাংস নিয়ে আসলো। সাক্বাফীর স্ত্রী যখন মাংস লওয়ার জন্য হাত বাড়ালো, তখন আনসারী তার হাতে চুমু দিলো। কিন্তু চুমু দেয়া মাত্রই তার বড় লজ্জা ও অনুশোচনা হলো এবং সে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। স্বীয় মাথায় মাটি নিক্ষেপ করলো, স্বীয় মুখমন্ডলের উপর চড় মারতে লাগলো। যখন সাক্বাফী জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট আনসারীর কুশলাদি জানতে চাইলেন। সে বললো, "খোদা এ ধরণের ভাই যেন বৃদ্ধি না করেন!" অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলো।

এদিকে আনসারী পাহাড়ে পাহাড়ে ক্রন্দনরত হয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করেই ঘুরাফেরা করছিলো। সাক্বাফী তাকে খোঁজ করে বিশ্বকুল সরদার হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। তার প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৪৪. অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকারকারী'দের জন্য উত্তম পরিণতি রয়েছে।

টীকা-২৪৫. পূর্ববর্তী উম্মতদের সাথে; যারা দুনিয়ার লোভ-লালসা ও এর স্বাদ লাভ করতে গিয়ে নবী ও রসূলগণের বিরোধিতা করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বহু অবকাশ দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও সৎপথে আসেনি। সুতরাং তাদেরকে ধ্বংস ও নির্মূল করে দিলেন।

টীকা-২৪৬. যাতে তোমাদের শিক্ষা লাভ হয়।

টীকা-২৪৭. এর উপর, যা উহুদ যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো;

টীকা-২৪৮. উহুদের যুদ্ধে

টীকা-২৪৯. বদরের যুদ্ধে। এতদসত্ত্বেও তারা হীনবল হয়নি এবং মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করেনি। সুতরাং তোমাদেরও হীনবল হওয়া এবং অলসতা করা উচিত হবেনা।

টীকা-২৫০. কখনো এক পক্ষের পালা আসে, আবার কখনো অন্য পক্ষের।

টীকা-২৫১. ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে, যেন তাদেরকে কষ্ট ও অকৃতকার্যতা আপন স্থান থেকে হটাতে না পারে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত পদে কোন প্রকার স্খলন আসতে না পারে।

টীকা-২৫২ এবং তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন।

টীকা-২৫৩. অর্থাৎ কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি যেসব দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে, সেসব তো মুসলমানদের জন্য শাহাদাত ও গুনাহ্ থেকে পবিত্র করার শামিল। আর মুসলমানরা যেসব কাফিরকে হত্যা করেন,তাতো সেসব কাফিরের জন্য ধ্বংস ও তাদের মূলোৎপাটনই।

টীকা-২৫৪. অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কি ধরণের আঘাত বরণ করেন এবং কষ্ট সহ্য করেন। এতে ঐসব ব্যক্তির প্রতি তিরস্কার রয়েছে যারা উহুদ যুদ্ধের দিনে কাফিরদের সাথে মুকাবিলা না করে পলায়ন করেছিলো।

টীকা-২৫৫. শানে নুযূলঃ যখন বদর যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদাসমূহ এবং তাঁদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্র অসংখ্য পুরস্কার ও দয়ার কথা বর্ণনা করা হয়, তখন যেসব মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাদের মনে অফসোস হলো এবং তাঁরা এ আরজু ব্যক্ত করলেন- 'আহা! যদি কোন জিহাদে তাঁদের উপস্থিত হবার সুযোগ হতো!' তাঁরাই হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে উহুদের ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বারবার বলেছিলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৫৬. এবং রসূলগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য রিসালতের প্রচার এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে দেয়াই; স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরদিন বিরাজ করা নয়।

টীকা-২৫৭. এবং তাঁদের অনুসারীরা তাঁদের পর নিজেদের ধর্মের উপর অটল ছিলো।

শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধে যখন কাফিরগণ ঘোষণা করলো, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন;" আর শয়তান এ মিথ্যা গুজবকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলো, তখন সাহাবা কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের মধ্যে কিছু লোক পলায়ন করলেন। অতঃপর যখন ঘোষণা করা হলো যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিরাপদে রয়েছেন, তখন সাহাবা কেরামের একটা দল ফিরে আসলেন। হুযূর (দঃ) তাঁদেরকে বিপর্যয়ের জন্য তিরস্কার করলেন। তাঁরা আরয করলেন, "আমাদের মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন! আপনার শাহাদতের সংবাদ শুনে আমাদের মন ভেঙ্গে গিয়েছিলো এবং আমরা আর স্থির থাকতে পারিনি।" এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ করা হয়েছে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর পরও উম্মতদের উপর স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করা অপরিহার্যই থেকে যায়। যদি বাস্তবেও অনুরূপ ঘটতো তবুও হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ধর্মের অনুসরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যকীয় হয়ে থাকতো।

১৪১. এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে পরিচ্ছন্ন করবেন (২৫২) আর কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন (২৫৩)।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৪২. (তোমরা) কি এ ধারণায় রয়েছো যে, জান্নাতে চলে যাবে আর এখনো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গাযীদের পরীক্ষা করেন নি এবং না ধৈর্যশীলদেরকেও পরীক্ষা করেছেন (২৫৪)?

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৪৩. এবং তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে সেটার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (২৫৫)। সুতরাং এখন তো তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তোমাদের সম্মুখে।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۠ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

রুকূ' - পনের

১৪৪. এবং মুহাম্মদ তো একজন রসূল (২৫৬)। তাঁর পূর্বে আরো রসূল গত হয়েছেন (২৫৭)। সুতরাং যদি তিনি ইন্তিকাল করেন কিংবা শহীদ হন, তবে কি তোমরা উল্টো পায়ে ফিরে যাবে? এবং যে উল্টো পায়ে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করবে না এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দেবেন (২৫৮)।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۝

১৪৫. এবং কেউ আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে পারেনা (২৫৯), সবার সময় লিপিবদ্ধ রয়েছে (২৬০)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ

টীকা-২৫৮. যারা ফিরে যায়নি এবং নিজেদের ধর্মের উপর অটল রয়েছে তাঁদেরকে কৃতজ্ঞ বলা হয়েছে। কেননা, তাঁরা স্বীয় অটলতা দ্বারা ইসলামরূপী নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলতেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হচ্ছেন 'আমীনুশ্ শাকেরীন' (কৃতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমানতদার)।

টীকা-২৫৯. এ'তে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে শত্রুর মুকাবিলায় এ মর্মে সাহস যোগানো হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত মরতে পারে না যদিও সে বিপদসঙ্কুল স্থান ও তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রবেশ করে। আর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন কোন তদ্বীরই বাঁচাতে পারেনা।

টীকা-২৬০. এর আগে পরে-হতে পারেনা।

টীকা-২৬১. এবং তার স্বীয় কর্ম ও আনুগত্য দ্বারা দুনিয়া অর্জনই উদ্দেশ্য হয়।

টীকা-২৬২. এ'তে প্রমাণিত হয় যে, নির্ভর নিয়তের উপরই। যেমন, বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-২৬৩. প্রত্যেক ঈমানদারের এমনই হওয়া উচিত।

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ

এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার চায় (২৬১), আমি তা থেকে তাকে প্রদান করি এবং যে পরকালের পুরস্কার চায়, আমি তা থেকে তাকে প্রদান করি (২৬২) এবং অবিলম্বে আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দান করবো।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

১৪৬. এবং কতো নবীই জিহাদ করেছেন, তাদের সাথে অনেক আল্লাহ্ওয়ালা ছিলো। তারা এতে হীনবল হয়ে পড়ে নি ঐসব মুসীবতের দরুন, যেগুলো আল্লাহ্র পথে তাদের নিকট পৌঁছেছিলো; এবং না দুর্বল হয়েছে এবং না দমিত হয়েছে (২৬৩)। এবং ধৈর্যশীলগণ আল্লাহ্র নিকট প্রিয়ভাজন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

১৪৭. এবং তারা কিছুই বলতোনা এ প্রার্থনা ব্যতীত (২৬৪), 'হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ্ এবং যেসব সীমালংঘন আমরা আমাদের কাজের মধ্যে করেছি (২৬৫) এবং আমাদের পদ অবিচল করো এবং আমাদেরকে এ কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো (২৬৬)।'

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

১৪৮. অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার দিয়েছেন (২৬৭) এবং পরকালের সাওয়াবের সৌন্দর্যও (২৬৮); এবং পুণ্যবান লোকেরা আল্লাহ্র নিকট প্রিয়।

রুকূ' - ষোল

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

১৪৯. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফিরদের কথামতো চলো (২৬৯); তবে তারা তোমাদেরকে উল্টো পায়ে ফিরিয়ে দেবে (২৭০) অতঃপর (তোমরা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে (২৭১)।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ

১৫০. বরং আল্লাহ্ তোমাদের প্রভু এবং তিনি সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ

১৫১. অনতিবিলম্বে আমি কাফিরদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করবো (২৭২); কারণ, তারা আল্লাহ্র (এমন) অংশীদার দাঁড় করিয়েছে যার উপর তিনি কোন জ্ঞান অবতীর্ণ করেন নি এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং কতোই নিকৃষ্ট ঠিকানা অন্যায়কারীদের!

টীকা-২৬৪. অর্থাৎ ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে এবং যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে তাদের মুখ দিয়ে এমন কোন বাক্য বের হয়না, যার মধ্যে ভীতি, দুঃখ এবং অস্থিরতার লক্ষণও প্রকাশ পায়; বরং তাঁরা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকেন এবং প্রার্থনা করেন-

টীকা-২৬৫. অর্থাৎ ছোট ও বড় সব ধরণের গুনাহ্; এতদ্সত্ত্বেও যে, তাঁরা আল্লাহ্ওয়ালা অর্থাৎ পরহেয্গার ছিলেন। তবুও গুনাহ্সমূহকে নিজেদের প্রতি সম্পৃক্ত করা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ এবং 'আব্দিয়াত' বা খোদার বান্দাসুলভ আচরণের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-২৬৬. এতে এ মাস্আলাটাও জানা গেলো যে, দো'আর ক্ষেত্রে প্রয়োজনের কথা আরয করার পূর্বে তাওবা ও ইস্তিগ্ফার করা দো'আর আদবসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-২৬৭. অর্থাৎ বিজয় ও সাফল্য।

টীকা-২৬৮. ক্ষমা, জান্নাত এবং প্রাপ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত পুরস্কার ও সম্মান;

টীকা-২৬৯. চাই তারা ইহুদী বা খৃষ্টান হোক, কিংবা মুনাফিক অথবা মুশ্রিক।

টীকা-২৭০. কুফর এবং বে-দ্বীনীর প্রতি

টীকা-২৭১. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের জন্য কাফিরদের থেকে আলাদা থাকা, তাদের পরামর্শ মতো কখনো কাজ না করা এবং তাদের কথামতো না চলা একান্ত অপরিহার্য।

টীকা-২৭২. উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন আবূ সুফিয়ান প্রমুখ স্বীয় সৈন্যদল সহ মক্কাভিমুখে রওনা হয়েছিলো তখন তাদের এ জন্যই আফসোস হলো যে, তারা মুসলমানদেরকে কেন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি। পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, ফিরে গিয়ে তাঁদেরকে সমূলে খতম করে দেবে। যখন এ প্রতিজ্ঞা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হলো, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। ফলে, তাদের অন্তরে দারুন ভীতির সৃষ্টি হলো। আর তারা মক্কা মুকার্‌রমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলো। যদিও কারণ তো নির্দিষ্ট ছিলো, কিন্তু সেই আতঙ্ক জগতের সমস্ত কাফিরের অন্তরেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলতঃ দুনিয়ার সমস্ত কাফির মুসলমানদেরকে ভয় করে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে, দ্বীন-ইসলাম সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী।

টীকা-২৭৩. উহুদের যুদ্ধে।

টীকা-২৭৪. কাফিরদের বিপর্যয়ের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে যেসব তীরন্দাজ ছিলেন, তাঁরা পরস্পর বলতে লাগলেন, "মুশরিকদের বিপর্যয় ঘটেছে। এখন এখানে অবস্থান করে কি করবো? চলো, কিছু গণীমতের মাল অর্জন করার চেষ্টা করি।" কেউ কেউ বললেন, ঘাঁটি ত্যাগ করোনা। রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকীদ সহকারে নির্দেশ দিয়েছেন- "তোমরা স্বীয় স্থানেই অটল থাকবে। কোনঅবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না আমার নির্দেশ আসে।" কিন্তু লোকেরা গণীমতের মালেরজন্য ছুটে গেলো এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে মাত্র দশ জনেরও কম সাহাবী অটল রইলেন।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ
تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ج
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ
فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৫২. এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেই দেখিয়েছেন যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশক্রমে কাফিরদেরকে হত্যা করছিলে (২৭৩), এমনকি যখন তোমরা ভীরুতা প্রকাশ করেছিলে এবং হুকুমের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে (২৭৪) আর আদেশ অমান্য করেছিলে (২৭৫) এরপর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে দেখিয়েছেন তোমাদের আনন্দের বস্তু (২৭৬) তোমাদেরই মধ্যে। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চাইতো (২৭৭) এবং তোমাদের মধ্যে কেউ আখিরাত কামনা করতো (২৭৮); অতঃপর তোমাদের মুখ তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন- তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য (২৭৯) এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন; এবং আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى
اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ
فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا
بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا
فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৫৩. যখন তোমরা মুখ তুলে চলে যাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরে কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না আর অপর দলের মধ্য থেকে আমার রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছিলেন (২৮০); অতঃপর তোমাদেরকে দুঃখের পরিবর্তে দুঃখ দিয়েছেন (২৮১); আর ক্ষমার বার্তা এ জন্যই শুনিয়েছেন যেন যা হাতছাড়া হয়েছে ও যে বিপদ এসে পড়েছে তজ্জন্য (তোমরা) দুঃখ বোধ না করো এবং তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى
طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ
اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ

১৫৪. অতঃপর তোমাদের প্রতি দুঃখের পর শান্তির নিদ্রা অবতারণ করেছেন (২৮২), যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিলো (২৮৩) এবং অন্য দল (২৮৪) স্বীয় প্রাণ রক্ষার চিন্তায় পড়েছিলো (২৮৫),

টীকা-২৭৫. অর্থাৎ ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছিলে এবং গণীমতের মাল অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে।

টীকা-২৭৬. অর্থাৎ কাফিরদের বিপর্যয়।

টীকা-২৭৭. যারা ঘাঁটি ছেড়ে গণীমতের মাল অর্জন করার জন্য ছুটে গিয়েছিলো

টীকা-২৭৮. যাঁরা তাঁদের আমীর আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে স্ব স্ব স্থানে অটল থেকে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন;

টীকা-২৭৯. এবং যেন বিপদে তোমাদের ধৈর্যশীল ও অটল থাকার পরীক্ষা হয়ে যায়।

টীকা-২৮০. এ বলে, "হে আল্লাহ্র বান্দারা! আমার দিকে এসো।"

টীকা-২৮১. অর্থাৎ তোমরা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিপরীত কাজ করে তাঁকে যেই দুঃখ দিয়েছিলে তার পরিবর্তে তোমাদেরকে বিপর্যয়ের গ্লানি ভোগ করান।

টীকা-২৮২. যে আতঙ্ক ও ভয় তাঁদের অন্তরেছিলো তা আল্লাহ্ তা'আলা দূরীভূত করেছিলেন এবং নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে তাঁদের প্রতি নিদ্রা অবতীর্ণ করেন। এমন কি মুসলমানদের চোখে তন্দ্রা এসে গেলো এবং তাঁরা নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। হযরত আবূ তালহা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "উহুদ যুদ্ধের দিন নিদ্রা আমাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিলো যে, আমরা যুদ্ধের ময়দানেই ছিলাম; তলোয়ার আমাদের হাত থেকে পড়ে যেতো। আমরা তা তুলে নিতাম অতঃপর আবার পড়ে যেতো।"

টীকা-২৮৩. এবং সে দলটি প্রকৃত ঈমানদারদেরই ছিলো

টীকা-২৮৪. যারা মুনাফিক ছিলো

টীকা-২৮৫. এবং তারা ভয়ে বিচলিত ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে মু'মিনদেরকে মুনাফিকদের থেকে এভাবে পৃথক করে দিলেন যে, মু'মিনদের উপরতো নিরাপত্তা ও শান্তির নিদ্রা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো আর অন্যদিকে মুনাফিকগণ ভয় ও হতাশার মধ্যে নিজেদের প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত ছিলো। মূলতঃ এটা ছিলো এক মহান নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট মু'জিযা।

টীকা-২৮৬. অর্থাৎ মুনাফিকদের মনে এ ধারণাই হচ্ছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বকুল সরদার হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করবেন না। অথবা হুযূর করীম (দঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। কাজেই, এখন তাঁর ধর্ম আর টিকে থাকবেনা।

টীকা-২৮৭. বিজয় ও সাফল্য এবং অদৃষ্টের বিধান- সব তাঁরই হাতে।

টীকা-২৮৮. মুনাফিকগণ নিজেদের কুফর এবং আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিতে নিজেদের সন্দিহান হওয়া এবং জিহাদে মুসলমানদের সাথে অংশগ্রহণ করতে আসার জন্য আফসোস করাকে,

يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

আল্লাহ্ সম্পর্কে অমূলক ধারণা করতো (২৮৬) জাহেলিয়াতের ধারণার মতো। তারা বলতো, 'আমাদেরও কি এ কাজে কোনরূপ ইখ্তিয়ার আছে?' আপনি বলে দিন, 'ইখতিয়ার তো সবই আল্লাহ্র (২৮৭)।' (তারা) নিজেদের অন্তরে গোপন রাখে (২৮৮) যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করেনা। (তারা) বলে, 'যদি আমাদের কোন ইখতিয়ার থাকতো (২৮৯) তবে আমরা এখানে নিহত হতামনা।' আপনি বলে দিন, 'যদি তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে, তবুও যাদের নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তারা স্বীয় নিহত হওয়ার স্থান পর্যন্ত বের হয়ে আসতো (২৯০)।' এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের কথা পরীক্ষা করবেন এবং যা কিছু তোমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (২৯১) তা প্রকাশ করে দেবেন এবং আল্লাহ্ অন্তরের কথা জানেন (২৯২)।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

১৫৫. নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা ফিরে গেছে (২৯৩), যেদিন উভয় পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি হয়েছিলো, শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিলো তাদের কোন কোন কৃতকর্মের কারণে (২৯৪) এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা-পরায়ণ, সহনশীল।

রুকূ' - সতের

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১৫৬. হে ঈমানদারগণ! ঐ কাফিরদের (২৯৫) মতো হয়োনা, যারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছে, যখন তারা সফর কিংবা জিহাদে গেছে (২৯৬) '(তারা) যদি আমাদের নিকট থাকতো তবে না মারা যেতো, এবং না নিহত হতো।' এ জন্যই যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে এর আফসোস (বদ্ধমূল করে) রাখবেন। আর আল্লাহ্ জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান (২৯৭); এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম দেখছেন।

টীকা-২৮৯. এবং আমরা যদি বুঝতে পারতাম তবে আমরা ঘর থেকে বের হতাম না; মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসতাম না এবং আমাদের নেতাও মারা যেতো না। প্রথমোক্ত উক্তির বক্তা হচ্ছে- 'আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল (মুনাফিক)' আর এ উক্তির প্রবক্তা হলো- 'মু'আত্তাব ইবনে ক্বোশায়র।'

টীকা-২৯০. এবং নিজ নিজ ঘরে বসে থাকা মোটেই ফলপ্রসূ হতোনা। কেননা, অদৃষ্টের বিধানের সামনে তদ্বীর ও কৌশল অবলম্বন অকেজো।

টীকা-২৯১. খাঁটি বিশ্বাস কিংবা মুনাফিকী

টীকা-২৯২. তাঁর নিকট কিছুই গোপন নয় এবং এই পরীক্ষা হলো অন্যান্যদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই।

টীকা-২৯৩. এবং উহুদের যুদ্ধে পলায়ন করেছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তেরজন কিংবা চৌদ্দজন সাহাবী ব্যতীত কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

টীকা-২৯৪. অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বরখেলাফ করে স্বীয় ঘাঁটি ত্যাগ করেছিলেন।

টীকা-২৯৫. অর্থাৎ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিক।

টীকা-২৯৬. এবং সফরে মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা জিহাদে শহীদ হয়ে গেছে।

টীকা-২৯৭. জীবন-মরণ তাঁরই ইখতিয়ারে। তিনি ইচ্ছা করলে মুসাফির এবং গাযীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন এবং (ইচ্ছা করলে) নিরাপদে ঘরে অবস্থানরত ব্যক্তিকে মৃত্যু প্রদান করেন। সেই মুনাফিকদের নিকট বসে থাকা কি কাউকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে? আর জিহাদে গেলেও বা কখন মৃত্যু অনিবার্য হয়? বস্তুতঃ কেউ জিহাদে গিয়ে যদি শহীদও হয় তবে ঐ মৃত্যু ঘরের মৃত্যু অপেক্ষা বহুগুণ বেশী উত্তম। সুতরাং মুনাফিকদের এ উক্তিটা ভিত্তিহীন এবং প্রতারণা করা মাত্র। আর তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের মনে জিহাদের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা; যেমন সামনের আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-২৯৮. এবং মনে করো, সে ধরণের ঘটনা যদি ঘটেও যায়, যেটার তোমাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে,

টীকা-২৯৯. যা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করলে অর্জিত হয়,

টীকা-৩০০. এখানে 'আবদিয়্যত' (বান্দা হওয়া)-এর স্তর তিনটারই বর্ণনা করা হয়েছেঃ

প্রথম স্তরতো এটাই যে, বান্দা দোযখের ভয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। তখন তাকে দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। সেটার প্রতি لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র ক্ষমা)-এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বান্দা তারাই, যারা বেহেশ্‌ত লাভের আকাংখায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। আর সেটার প্রতি وَرَحْمَةٌ (এবং অনুগ্রহ)-এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, 'রহমত'ও জান্নাতের একটা নাম।

তৃতীয় প্রকারের ঐসব খাঁটি বান্দাই, যাঁরা আল্লাহ্‌র ইশ্‌কে (অভিভূত হয়ে) এবং তাঁরই পাক যাতের ভালবাসায় (বিভোর হয়ে) তাঁর ইবাদত করেন। আর তাঁদের উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্‌র যাত' ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাঁদেরকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিমণ্ডলে স্বীয় তাজাল্লী (জ্যাতি) দান করে ধন্য করবেন। সেটার প্রতি- لَاِالَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ- (আল্লাহ্‌রই দিকে তোমরা উত্থিত হবে)- এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে

টীকা-৩০১. এবং আপনার পবিত্র মেজাজে এমনি পর্যায়ের করুণা ও উদারতা, সহানুভূতি ও অনুগ্রহ হয়েছে যে, আপনি উহুদের দিন ক্রোধান্বিত হননি।

টীকা-৩০২. এবং কঠোরতা ও রূঢ়তা সহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন,

টীকা-৩০৩. যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করেন।

টীকা-৩০৪. কেননা, এতে তাদের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশও রয়েছে এবং তাদেরকে মর্যাদা প্রদানও। অধিকন্তু, এ উপকারও রয়েছে যে, পরামর্শ করা সুন্নাত হয়ে যাবে এবং উম্মতগণ ভবিষ্যতে এটা দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে থাকবে। مشوره মানে- 'কোন বিষয়ে রায় জিজ্ঞাসা করা।'

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. এবং নিশ্চয় যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো (২৯৮) তবে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুগ্রহ (২৯৯) তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِالَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. এবং যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো কিংবা নিহত হও, তবে আল্লাহ্‌রই দিকে তোমরা উত্থিত হবে (৩০০)।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. অতঃপর কেমনই আল্লাহ্‌র কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহবূব! আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন (৩০১)। আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন (৩০২) তবে তারা নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে যেতো। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য সুপারিশ করুন (৩০৩)। আর কার্যাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ করুন (৩০৪)! এবং যখন কোন কাজের ইচ্ছা পাকাপোক্ত করবেন তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন (৩০৫)। নিঃসন্দেহে, নির্ভরকারীরা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবেনা (৩০৬) আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে এমন কে আছে, যে এরপর তোমাদের সাহায্য করবে? এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা থাকা চাই।

মাসআলাঃ এ থেকে ইজতিহাদের বৈধতা এবং 'ক্বিয়াস' শরীয়তের দলীল (حجت) হওয়া প্রমাণিত হলো। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩০৫. توكل (তাওয়াক্কুল) মানে হচ্ছে- 'মহামহিম আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর নির্ভর করা এবং কার্যাদি তাঁরই উপর সোপর্দ করে দেয়া।' উদ্দেশ্য এ যে, সমস্ত কাজের মধ্যে বান্দাদের ভরসা আল্লাহ্‌র উপরই হওয়া উচিত।

মাসআলাঃ এ'তে বুঝা গেলো যে, 'পরামর্শ করা' তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

টীকা-৩০৬. এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য সে ব্যক্তিই পায়, যে স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যের উপর ভরসা করেনা, (বরং) আল্লাহ্‌রই শক্তি ও রহমতের প্রত্যাশী হয়ে থাকে।

টীকা-৩০৭. কেননা, এটা নবূয়তের মর্যাদার পরিপন্থী এবং নবীগণ সবাই 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা এরূপ কিছুতেই সম্ভবপর নয় - না ওহীর মধ্যে, না ওহী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে। আর যে কোন ব্যক্তি কিছু গোপন রাখে তার পরিণামের কথা এ আয়াতের মধ্যে সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে।

টীকা-৩০৮. এবং তাঁরই আনুগত্যে অস্বীকৃতি থেকে বিরত রয়েছে; যেমন (বিরত থাকেন) মুহাজিরগণ, আনসার (সাহাবীগণ) এবং উম্মতের সৎ বান্দাগণ।

টীকা-৩০৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে, যেমন (অবাধ্য হয়) মুনাফিক ও কাফিররা।

টীকা-৩১০. প্রত্যেকের মর্যাদা এবং তার স্থান পরস্পর আলাদা- সৎ-এরর আলাদা, অসৎ-এর আলাদা।

টীকা-৩১১. مِنَّت (মিন্নাত) মহান অনুগ্রহকে বলা হয় এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করা বৃহত্তম নি'মাত। কেননা, সৃষ্টির জন্ম মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা, বুঝশক্তির স্বল্পতা এবং অপরিপূর্ণ বিবেকের উপরই হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করে তাদেরকে গোমরাহী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর হুযূর (দঃ)-এর বদৌলতে তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দান করে মূর্খতা থেকে বের করেছেন আর তাঁরই মাধ্যমে সরল সঠিক পথের দিশা দান করেছেন এবং তাঁরই মাধ্যমে অসংখ্য নি'মাত দান করেছেন।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১. এবং কোন নবীর প্রতি এ ধারণা হতে পারেনা যে, তিনি কিছু গোপন রাখবেন (৩০৭)। এবং যে ব্যক্তি কিছু গোপন রাখবে, সে ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় গোপন করা বস্তু নিয়ে আসবে। তারপর প্রত্যেককে তার উপার্জন পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে এবং তাদের উপর যুলুম হবেনা।

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তবে কি যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলেছে (৩০৮), সে তারই মতো হবে, যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে (৩০৯) এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম? এবং তা কতোই নিকৃষ্ট জায়গা প্রত্যাবর্তনের!

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট বিভিন্ন স্তরের (৩১০); এবং আল্লাহ্ তাদের কাজ প্রত্যক্ষ করছেন।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ হয়েছে (৩১১) মুসলমানদের উপর যে, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে (৩১২) একজন রসূল (৩১৩) প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন (৩১৪) এবং তাদেরকে পবিত্র করেন (৩১৫) আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন (৩১৬) এবং তারা নিশ্চয় এর পূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলো (৩১৭)।

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ

১৬৫. যখন তোমাদের নিকট কোন মুসীবত পৌঁছে (৩১৮); অথচ তোমরা এর দ্বিগুণ পৌঁছিয়েছো (৩১৯), তখন কি তোমরা এ কথা বলতে থাকবে যে, 'এটা কোত্থেকে এসেছে (৩২০)?'

টীকা-৩১২. অর্থাৎ তাদের অবস্থার উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শনকারী এবং তাদের জন্য গৌরব ও আভিজাত্যের কারণ, যাঁর অবস্থাদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, খোদাভীরুতা, সততা, ধর্মপরায়ণতা, স্বভাব-চরিত্রের সুন্দর ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল হয়।

টীকা-৩১৩. বিশ্বকুল সরদার শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

টীকা-৩১৪. এবং তাঁর মহান কিতাব, প্রশংসিত 'ফোরক্বান' (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী গ্রন্থ) ক্বোরআন শরীফ তাদেরকে শুনান; অথচ তাদের কান ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী) ও আসমানী ওহী শুনেনি।

টীকা-৩১৫. কুফর ও পথভ্রষ্টতা, হারাম ও গুনাহ্‌র কার্যাদি সম্পাদন করা, অপছন্দনীয় স্বভাব ও ঘৃণ্য কর্মশক্তি এবং অন্ধকাররূপী প্রবৃত্তিসমূহ থেকে

টীকা-৩১৬. এবং নাফ্‌সের কর্মগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকারের শক্তিতে পূর্ণতা দান করেন।

টীকা-৩১৭. অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতোনা এবং মূর্খতা ও অন্ধত্বের মধ্যে নিমগ্ন ছিলো।

টীকা-৩১৮. যেমন উহুদের যুদ্ধে পৌঁছেছিলো। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে সত্তর জন নিহত হয়েছে।

টীকা-৩১৯. বদরের যুদ্ধে। অর্থাৎ তোমরা সত্তর জনকে হত্যা করেছো আর সত্তর জনকে গ্রেফতার করেছো।

টীকা-৩২০. এবং কেন পৌঁছলো, যখন আমরাতো মুসলমানই এবং আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রসূল বিরাজমান রয়েছেন?

টীকা-৩২১. অর্থাৎ তোমরা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বারংবার অনুরোধ করেছো। অতঃপর সেখানে পৌঁছার পর হুযূর (দঃ)-এর কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও গণীমতের মালের জন্য ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছো। এগুলোই তোমাদের শহীদ হবার এবং বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে।

টীকা-৩২২. উহুদের যুদ্ধে

টীকা-৩২৩. মু'মিন এবং মুশরিকদের

টীকা-৩২৪. অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিক পরস্পর পৃথক হয়ে গেছে।

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'সেটা তোমাদের তরফ থেকে এসেছে (৩২১)।' নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন।

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. এবং ঐ মুসীবত, যা তোমাদের উপর এসেছে (৩২২) যেদিন উভয় সৈন্যদল (৩২৩) পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিলো, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে ছিলো। আর এ জন্য যে, পরিচয় করিয়ে দেবেন ঈমানদারদের।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. এবং এ জন্য যে, পরিচয় করিয়ে দেবেন তাদের, যারা মুনাফিক হয়েছে (৩২৪) এবং তাদেরকে (৩২৫) বলা হয়েছে, 'এসো (৩২৬)! আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো কিংবা শত্রুদেরকে হটিয়ে দাও (৩২৭)!' (তারা) বললো, 'যদি আমরা লড়াই হবে জানতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।' আর সেদিন তারা বাহ্যিক ঈমানের চেয়ে প্রকাশ্য কুফরের অধিকতর নিকটে ছিলো। (তারা) স্বীয় মুখে ভাই বলে, যা অন্তরে নেই এবং আল্লাহ্‌র জানা আছে যা তারা গোপন করছে (৩২৮)।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. তারাই, যারা আপন ভাইদের সম্পর্কে (৩২৯) বলেছে অথচ নিজেরা যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলো, 'তারা যদি আমাদের কথা মানতো (৩৩০), তবে নিহত হতোনা।' আপনি বলে দিন,' তবে তোমরা তোমাদের মৃত্যুকে ঠেকাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩৩১)।'

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে (৩৩২), কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করোনা; বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছে, জীবিকা পায় (৩৩৩)।

টীকা-৩২৫. অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল প্রমূখ মুনাফিক।

টীকা-৩২৬. মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করো এবং ধর্মরক্ষার নিমিত্তই

টীকা-৩২৭. স্বীয় পরিবারবর্গ ও মাল দৌলত রক্ষা করার জন্য!

টীকা-৩২৮. অর্থাৎ মুনাফিকী।

টীকা-৩২৯. অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ, যাঁরা বংশগতভাবে তাদের ভাই ছিলো। তাঁদের সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমূখ মুনাফিক।

টীকা-৩৩০. এবং আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদে না যেতো কিংবা গিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতো

টীকা-৩৩১. বর্ণিত হয় যে, যে দিন মুনাফিকগণ একথা বলেছিলো সেদিনই সত্তর জন মুনাফিক মরে গিয়েছিলো।

টীকা-৩৩২. শানে নুযূলঃ অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ আয়াত উহুদ যুদ্ধের শহীদদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের ভাইগণ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহগুলোর জন্য সবুজ পাখীর দেহ-কাঠামো দান করেন; তারা বেহেশতের নহরসমূহের উপর উড়ে বেড়ায়, বেহেশতী ফলমূল আহার করে, সোনালী প্রদীপসমূহ, যেগুলো আরশের নীচে ঝুলানো রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অবস্থান করে, তারা পানাহার ও অবস্থানের জন্য পবিত্র ও আরামদায়ক ব্যবস্থা লাভ করেছে, তখন তারা বললো, "আমাদের ভাইদেরকে এ খবর কে দেবে যে, আমরা বেহেশতে জীবিত আছি? যাতে তারা বেহেশ্‌ত অর্জনের ক্ষেত্রে অনাসক্ত না হয় এবং জিহাদের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থাকে।" আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "আমি তাদেরকে তোমাদের খবর পৌঁছাবো।" অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন। (আবু দাঊদ শরীফ)।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'রূহগুলো' স্থায়ী, দেহ বিলীন হওয়ার সাথে রূহ বিলীন হয়না।

টীকা-৩৩৩. এবং জীবিতদের ন্যায় পানাহার, করে আরাম উপভোগ করে। আয়াতের বাচনভঙ্গী এ কথাই প্রমাণ করে যে, জীবন 'রূহ' এবং 'শরীর' উভয়ের জন্যই হয়। আলিমগণ বলেছেন যে, শহীদদের দেহ তাঁদের কবরে সংরক্ষিত থাকে। মাটি সেগুলোর কোন ক্ষতি করেনা এবং সাহাবা কেরাম ও তাঁদের

পরবর্তী যুগে বহু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যখনই কোন শহীদের কবর খুলে গেছে তখন তাঁদের দেহ অবিকল তরুতাজাই পাওয়া গেছে। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৩৩৪. অনুগ্রহ, মর্যাদা, পুরস্কার, কল্যাণ এবং মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন, স্বীয় নৈকট্য দান করেছেন, বেহেশ্‌তের জীবিকা ও এর নি'মাতসমূহ দান করেছেন এবং ঐসব মর্যাদা অর্জন করার জন্য শাহাদাত বরণের তৌফিক দিয়েছেন।

টীকা-৩৩৫. এবং পৃথিবীতে তারা ঈমান ও পরহেয্‌গারীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যখন শহীদ হবে, তখন তাদের সাথে মিলিত হবে এবং রোজ-ক্বিয়ামতে নিরাপদে ও শান্তি সহকারে উঠানো হবে।

টীকা-৩৩৬. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "খোদার পথে যার শরীরে যখম লেগেছে, সে ক্বিয়ামতের দিন অনুরূপই উত্থিত হবে, যেমন তার শরীরে যখম লাগার সময়ে ছিলো। তার রক্তে মেশকের সুগন্ধ থাকবে; অথচ রং হবে রক্তের।"

তিরমিযী ও নাসাঈর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, শহীদ হওয়ার সময় শহীদগণ কতলের কষ্ট অনুভব করেন না। অবশ্য শুধু এতটুকুই অনুভব করে যেমন কেউ তাঁদেরকে আঁচড় দিয়েছে।

১৭০. তারা উৎফুল্ল এরই উপর, যা আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহক্রমে দান করেছেন (৩৩৪) এবং আনন্দ উদ্‌যাপন করেছে তাদের পরবর্তীদের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি (৩৩৫), এ কারণে যে, তাদের না কোন আশংকা আছে এবং না কোন দুঃখ।

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭১. তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করে আল্লাহ্‌র নি'মাত ও অনুগ্রহের উপর এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না (৩৩৬)।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۱﴾

রুকূ' - আঠার

১৭২. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে হাযির হয়েছে এরপর যে, তারা যখমপ্রাপ্ত হয়েছিলো (৩৩৭); তাদের মধ্যেকার নেক্‌কার ও পরহেয্‌গারদের জন্য মহা সাওয়াব রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۲﴾

১৭৩. ঐসব লোক, যাদেরকে লোকেরা বলেছে (৩৩৮), 'লোকেরা (৩৩৯) তোমাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় করো।' অতঃপর তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং (তারা) বললো, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' আর (তিনি) কতোই উত্তম কর্মব্যবস্থাপক (৩৪০)!

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۳﴾

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কর্জ ব্যতীত শহীদের সব গুনাহ্ মার্জিত হয়ে যাবে।

টীকা-৩৩৭. শানে নুযূলঃ উহুদ-যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণের পর যখন আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সাথে 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছলো তখন তাদের আফসোস হলো যে, কেন তারা ফিরে আসলো, মুসলমানদেরকে কেন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এলোনা! এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা পুনর্গমনের ইচ্ছা করলো। বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবূ সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য রওনা দেবার ঘোষণা করলেন। সাহাবা কেরামের একটা দল, যাঁরা সংখ্যায় সত্তরজন ছিলেন এবং যাঁরা উহুদের যুদ্ধে সমূহ যখম দ্বারা জর্জরিত ছিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে হাযির হলেন। আর হুযূর (দঃ) এ দলটিকে সাথে নিয়ে আবূ সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বের হয়ে গেলেন।

যখন হুযূর 'হামরা-আল্-আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছলেন, যা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত, সেখানে জানতে পারলেন যে, মুশরিকগণ আতংকিত ও ভীত হয়ে পালিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৩৮. অর্থাৎ ন'ঈম ইবনে মাস'ঊদ আশ্‌জা'ঈ।

টীকা-৩৩৯. অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান প্রমুখ মুশ্‌রিক।

টীকা-৩৪০. শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের অবস্থায় আবূ সুফিয়ান বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বললো, "আগামী বছর আপনার সাথে আমাদের বদর প্রান্তরে যুদ্ধ হবে।" হুযূর (দঃ) তার উত্তরে ঘোষণা করলেন, "ইন্‌শাআল্লাহ্।" যখন সেই সময় আসলো এবং আবূ সুফিয়ান মক্কাবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলেন এবং তারা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

ইত্যবসরে, ন'ঈম ইবনে মাস'ঊদ আশ্‌জা'ঈর সাথে আবূ সুফিয়ানের সাক্ষাৎ হলো। সে ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে (মক্কা শরীফে) গিয়েছিলো। আবূ সুফিয়ান

তাকে বললো, "হে ন'ঈম! এ সময় বদর প্রান্তরে আমার সাথে হযরত মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে। কিন্তু এখন আমার এটাই সমীচীন মনে হচ্ছে যে, আমি যুদ্ধে যাবো না; বরং ফিরে যাবো। তুমি মদীনায় যাও এবং কলা-কৌশলের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখো। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো।"

ন'ঈম মদীনা শরীফে পৌঁছে দেখলো যে, মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সে তাঁদেরকে বলতে লাগলো, "তোমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যেতে চাচ্ছো! মক্কাবাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যদল জমায়েত করেছে। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের মধ্য থেকে একজনও ফিরে আসবেনা।"

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "খোদার শপথ, আমি অবশ্যই যাবো যদিও আমার সাথে কেউই না থাকে।" অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্তরজন আরোহী সঙ্গে নিয়ে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْــــل (অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কর্মব্যবস্থাপক) বলে রওনা দিয়ে বদর-প্রান্তরে পৌঁছলেন। সেখানে আট রাত অবস্থান করলেন। ব্যবসার সামগ্রী সাথে ছিলো, সেগুলো বিক্রি করলেন। খুব লাভ হলো এবং বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিরাপদে ও প্রচুর অর্থ-সম্পদ সহকারে মদীনা তৈয়্যবায় ফিরে আসলেন। যুদ্ধ হয়নি। কারণ, আবূ সুফিয়ান ও মক্কাবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মক্কা শরীফে ফিরে গিয়েছিলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝

১৭৪. অতঃপর তারা ফিরে গেলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণাক্রমে (৩৪১) যে, তাদেরকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর চলেছে (৩৪২)। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল (৩৪৩)।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৭৫. তারাতো শয়তানই যে, আপন বন্ধুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে (৩৪৪)। সুতরাং তাদেরকে ভয় করোনা (৩৪৫) এবং আমাকেই ভয় করো যদি ঈমান রাখো (৩৪৬)।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

১৭৬. হে মাহবূব! আপনি তাদের জন্য কোন দুঃখ করবেন না যারা কুফরের উপর দৌড়াচ্ছে (৩৪৭)। তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবেনা এবং আল্লাহ্ চান যে, পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ রাখবেন না (৩৪৮) আর তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর ক্রয় করেছে (৩৪৯), (তারা) আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

১৭৮. এবং কখনো কাফিরদের এ ধারণায় থাকা উচিৎ নয় যে, আমি তাদেরকে যেই অবকাশ দিই তা তাদের জন্য কিছু মঙ্গল। আমিতো এ জন্যই তাদেরকে অবকাশ দিই, যাতে আরো অধিক গুনাহ্‌র প্রতি অগ্রসর হয় (৩৫০) এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।

টীকা-৩৪১. শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে ব্যবসায় লাভ অর্জন করে

টীকা-৩৪২. এবং শত্রুর মুকাবিলার জন্য বীরত্বের সাথে বের হয়েছে এবং জিহাদের সাওয়াব পেয়েছে।

টীকা-৩৪৩. যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির তৌফিক দিয়েছেন। আর মুশরিকদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছেন। ফলে, তারা যুদ্ধ করার সাহস পায়নি এবং রাস্তা থেকে ফিরে গেছে।

টীকা-৩৪৪. এবং মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সংখ্যাধিক্যের ভয় প্রদর্শন করে। যেমন- ন'ঈম মাস্'উদ আশ্‌জা'ঈ করেছিলো।

টীকা-৩৪৫. অর্থাৎ মুনাফিক ও মুশরিকগণ, যারা শয়তানের বন্ধু, তাদেরকে ভয় করোনা।

টীকা-৩৪৬. কেননা, ঈমানের দাবীই হচ্ছে বান্দাদের অন্তরে শুধু আল্লাহ্‌রই ভয় হোক।

টীকা-৩৪৭. চাই তারা কোরাঈশী কাফির হোক অথবা মুনাফিক কিংবা ইহুদীদের নেতৃবৃন্দ অথবা ধর্মত্যাগী। তারা আপনার সাথে মুকাবিলা করার জন্য যত সৈন্যই জমায়েত করুক না কেন, কখনো সফলকাম হবে না।

টীকা-৩৪৮. এর মধ্যে ক্বদরিয়া এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায় দু'টির খণ্ডন রয়েছে এবং আয়াত এরই প্রমাণবহ যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়টিই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়ে থাকে।

টীকা-৩৪৯. অর্থাৎ মুনাফিকরা, যারা ঈমানের কলেমা পাঠ করার পর কাফির হয়েছে কিংবা ঐসব লোক, যারা ঈমান গ্রহণের উপর সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাফির রয়ে গেছে এবং ঈমান আনেনি।

টীকা-৩৫০. সত্য থেকে গোঁড়ামীবশতঃ বিরত হয়ে এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- কোন্ ব্যক্তি উত্তম? হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "যার বয়স দীর্ঘায়িত হয় এবং কর্মও ভালো হয়।" আরয করা হলো, "এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে?" এরশাদ ফরমালেন, "যার বয়স দীর্ঘায়িত হয় এবং কর্ম হয় মন্দ।"

টীকা-৩৫১. হে ইসলামের কলেমা পাঠকারীরা!

টীকা-৩৫২. অর্থাৎ মুনাফিককে।

টীকা-৩৫৩. নিষ্ঠাবান মু'মিন থেকে। এমন কি, আপন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে মু'মিন এবং মুনাফিক প্রত্যেককে পরস্পর পৃথক করে দেবেন।

শানে নুযূলঃ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "সৃষ্টি ও জন্মের পূর্বে যখন আমার উম্মত মাটির আকারে ছিলো তখন তাদেরকে আমার সম্মুখে তাদের দেহ-আকৃতি সহকারে উপস্থিত করা হয়েছে যেমন হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সামনে পেশ করা হয়েছিলো। আর আমাকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়েছে– কে আমার উপর ঈমান আনবে এবং কে কুফর করবে।" এ সংবাদ যখন মুনাফিকদের নিকট পৌঁছলো তখন তারা ঠাট্টার ছলে বললো, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ধারণা হচ্ছে- তিনি এটাও জানেন যে, যেসব লোক এখনো জন্মগ্রহণই করেনি তাদের মধ্যে কে তাঁর উপর ঈমান আনবে, কে কুফর করবে। অথচ আমরা তাঁর সাথে আছি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে চিনতে পারছেন না।"

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসার পর এরশাদ করলেন, "ঐসব লোকের কি অবস্থা, যারা আমার জ্ঞান সম্পর্কে সমালোচনা করছে? আজ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যতকিছু সংঘটিত হবার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এমন কোন জিনিষ নেই যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে আর আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিতে পারবো না।"

১৭৯. আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে এ অবস্থায় ছাড়বার নন যে অবস্থায় তোমরা রয়েছো (৩৫১) যে পর্যন্ত না পৃথক করবেন অপবিত্রকে (৩৫২) পবিত্র থেকে (৩৫৩) এবং আল্লাহ্‌র শান এ নয় যে, হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন। তবে আল্লাহ্ নির্বাচিত করে নেন তাঁর রসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান (৩৫৪)। সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের উপর; এবং যদি তোমরা ঈমান আনো (৩৫৫) এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

১৮০. এবং যারা কার্পণ্য করে (৩৫৬) ঐ জিনিষের মধ্যে, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন, তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; বরং সেটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। অদূর ভবিষ্যতে তারা যেসব সম্পদের মধ্যে কার্পণ্য করেছে ক্বিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের গলার শৃংখল হবে (৩৫৭)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফাহ্ সাহ্‌মী দণ্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার পিতা কে?" তিনি এরশাদ ফরমালেন, "হুযাফাহ্।" অতঃপর হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দণ্ডায়মান হলেন। তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আল্লাহ্‌র রাবূবিয়্যাতের উপর সন্তুষ্ট হয়েছি, ইসলাম দ্বীন হবার উপর রাজি হয়েছি, ক্বোরআন ইমাম (পথ-প্রদর্শক) হবার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি, আপনি নবী হবার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তোমরা কি ফিরে আসবে? তোমরা কি বিরত হবে?" অতঃপর হুযূর (দঃ) মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং হুযূরের 'ইলমে গায়ব' (অদৃশ্যের জ্ঞান) সম্পর্কে সমালোচনা করা মুনাফিকদেরই তরীক্বা।

টীকা-৩৫৪. সেই নির্বাচিত রসূলগণকে 'ইলমে গায়ব' (অদৃশ্যের জ্ঞান) প্রদান করেন এবং নবীকুল সরদার হাবীবে খোদা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ (মর্যাদাসম্পন্ন)। এ আয়াত ও এটা ব্যতীত আরো অনেক আয়াত এবং হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন এবং অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান হুযূরের (দঃ) মু'জিযাই।

টীকা-৩৫৫. এবং সত্যায়ন করো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নির্বাচিত রসূলদেরকে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত করেছেন।

টীকা-৩৫৬. 'কার্পণ্যের' ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ওলামা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য কর্তব্য) আদায় না করাই হচ্ছে 'কার্পণ্য'। এ জন্য কার্পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে। সুতরাং এ আয়াতের মধ্যেও একটা হুঁশিয়ারী আসছে। তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কার্পণ্য এবং অসৎ চরিত্র এ দু'টি স্বভাব ঈমানদারদের মধ্যে একত্রিত হতে পারেনা। অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেন, "এখানে কার্পণ্য মানে যাকাত আদায় না করা।"

টীকা-৩৫৭. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের

দিন সেই সম্পদ সাপ হয়ে তাকে শৃংখলের ন্যায় জড়িয়ে ধরবে। আর এ বলে তাকে দংশন করতে থাকবে, "আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার।"

টীকা-৩৫৮. তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী। আর সমস্ত সৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী। এসব কিছুর মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, এ ক্ষণস্থায়ী সম্পদের ব্যাপারে কার্পণ্য করা কিংবা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় না করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

টীকা-৩৫৯. ইহুদীরা আয়াত- مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সুন্দর কর্জ দেবে ....) শুনে বলেছিলো, "মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মা'বূদ আমাদের নিকট কর্জ চাচ্ছেন। কাজেই, আমরা ধনী হলাম, তিনি হলেন অভাবী।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৬০. আমলনামার মধ্যে

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

এবং আল্লাহ্‌ই স্বত্বাধিকারী আসমানসমূহ ও যমীনের (৩৫৮) এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত।

রুকূ' - উনিশ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

১৮১. নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেছেন (তাদের উক্তি), যারা বলেছে, 'আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত (৩৫৯)।' এখন আমি লিখে রাখবো তাদের উক্তি (৩৬০) এবং নবীগণকে তাদের অন্যায়ভাবে শহীদ করার কথাও (৩৬১), এবং বলবো, 'ভোগ করো আগুনের শাস্তি।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

১৮২. এটা হচ্ছে বদলা সেটারই, যা তোমাদের হাতগুলো অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর অত্যাচার করেন না।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৮৩. ঐসব লোক, যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যেন আমরা কোন রসূলের উপর ঈমান না আনি যতক্ষণ না তিনি এমন ক্বোরবানীর হুকুম নিয়ে আসেন, যাকে আগুন গ্রাস করে (৩৬২);' আপনি বলুন, 'আমার পূর্বে অনেক রসূল তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এবং ঐ হুকুম নিয়ে এসেছেন, যা তোমরা বলছো। অতঃপর তোমরা কেন তাঁদেরকে শহীদ করেছো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩৬৩)?'

فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

১৮৪. অতঃপর হে মাহবূব! যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে, তবে আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণকেও অস্বীকার করা হয়েছে, যারা স্পষ্ট নিদর্শনাদি (৩৬৪), সহীফাসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাব (৩৬৫) নিয়ে এসেছিলো।

টীকা-৩৬১. নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে শহীদ করার কথা 'এ উক্তি'র উপর عطف (واو অব্যয় পদ দ্বারা সংযোজিত) করা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ দু'টি অপরাধই অতি জঘন্য এবং মন্দ হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আর নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী আল্লাহ্‌র শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারীরূপে গণ্য হয়ে যায়।

টীকা-৩৬২. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের একটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলো, "আমাদের নিকট থেকে তাওরীতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে কোন রিসালতের দাবীদার এমন ক্বোরবানীর হুকুম আনবেন না, যাকে আসমান থেকে সাদা আগুন অবতীর্ণ হয়ে গ্রাস করবে, তাঁর উপর যেন আমরা কখনো ঈমান না আনি।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং তাদের এ নিছক মিথ্যা ও নিরেট অপবাদের খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, তাওরীতের মধ্যে এমন শর্তের নাম-গন্ধও নেই। আর প্রকাশ আছে যে, নবীর সত্যায়নের জন্য মু'জিযাই যথেষ্ট- তা যে কোন মু'জিযাই হোক না কেন। যখন নবী কোন মু'জিযা দেখান, তখনই তা তাঁর সত্যতার উপর প্রমাণ স্থির হয়ে যায় এবং তাঁর সত্যায়ন করা ও তাঁর নবূয়তকে মান্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়। এখন দলীল প্রতিষ্ঠার পর, বিশেষ মু'জিযার উপর জেদ ধরা সেই নবীর সত্যতাকে অস্বীকার করারই নামান্তর মাত্র।

টীকা-৩৬৩. যখন তোমরা এ নিদর্শন আনয়নকারী নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে শহীদ করেছো এবং তাঁদের উপর ঈমান আনোনি, তখন প্রমাণিত হলো যে, তোমাদের এ দাবী মিথ্যা।

টীকা-৩৬৪. অর্থাৎ সুস্পষ্ট মু'জিযাদি।

টীকা-৩৬৫. তাওরীত ও ইঞ্জীল।

টীকা-৩৬৬. দুনিয়ার বাস্তবতাকে এ বরকতময় বাক্য খুলে দিয়েছে। মানুষ পার্থিব জীবনের উপর বিমোহিত হয়, সেটাকে পুঁজি মনে করে এবং সময়-সুযোগকে অনর্থক বিনষ্ট করে দেয়। শেষ মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে, তাতে স্থায়িত্ব ছিলো না এবং সেটার প্রতি আসক্ত হওয়া স্থায়ী জীবন ও পরকালীন যিন্দেগীর জন্য অতীব ক্ষতিকর হয়েছে।

হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "দুনিয়া, দুনিয়া-প্রত্যাশীদের জন্য ধোকার সামগ্রী এবং প্রতারণার পুঁজি মাত্র; কিন্তু আখিরাতকামীর জন্য স্থায়ী সম্পদ অর্জনের মাধ্যম এবং মঙ্গলময় পুঁজিই।" এ বিষয়বস্তুটা এ আয়াতের পূর্ববর্তী কতিপয় বাক্য থেকে প্রতিভাত হয়।

টীকা-৩৬৭. হকসমূহ, ফরযাদি, ক্ষতি, বিপদাপদ, রোগ, ভয়, হত্যা ও দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি দ্বারা, যাতে মু'মিন এবং বে-ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

১৮৫. প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের কর্মফল তো ক্বিয়ামতের দিনই পূর্ণ মাত্রায় মিলবে। যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছেছে এবং পার্থিব জীবনতো এ ধোকারই সম্পদ (৩৬৬)।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

১৮৬. নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের পরীক্ষা হবে তোমাদের ধনৈশ্বর্য এবং তোমাদের প্রাণসমূহের ক্ষেত্রে (৩৬৭)। আর নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (৩৬৮) ও মুশরিকদের থেকে বহু কিছু মন্দ শুনবে এবং তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং বাঁচতে থাকো (৩৬৯), তবে এটা হচ্ছে বড়ই সাহসের কাজ।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

১৮৭. এবং স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তাদের নিকট থেকে, যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে (এ মর্মে) যে, 'তোমরা নিশ্চয় সেটা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না (৩৭০)।' অতঃপর তারা সেটাকে আপন পৃষ্ঠপেছনে নিক্ষেপ করেছে এবং সেটার পরিবর্তে হীন মূল্য গ্রহণ করেছে (৩৭১)। সুতরাং এটা কতোই মন্দ খরিদারী (৩৭২)!

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ۟ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ

১৮৮. কখনো ধারণা করবেন না তাদেরকে, যারা সন্তুষ্ট হয় আপন কৃতকর্মের উপর এবং চায় যে, কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক (৩৭৩); এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে কখনো দূরে মনে করবেন না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

১৮৯. এবং আল্লাহ্রই জন্য আসমানসমূহ এবং যমীনের বাদশাহী (৩৭৪) এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

মুসলমানদেরকে এ সম্বোধন এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফলে ভবিষ্যতে আসবে এমন সব মুসীবত ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

টীকা-৩৬৮. ইহুদী ও খৃষ্টানগণ

টীকা-৩৬৯. আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করা থেকে।

টীকা-৩৭০. আল্লাহ্ তা'আলা তাওরীত ও ইঞ্জীলের আলিমদের উপর ওয়াজিব করেছিলেন যেন তারা এ দু'টি কিতাবের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়তের প্রমাণবহ যেসব দলীল রয়েছে, সেগুলো মানুষকে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা সহকারে বুঝিয়ে দেয় এবং মোটেই গোপন না করে।

টীকা-৩৭১. এবং ঘুষ নিয়ে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ গুণাবলী গোপন করেছিলো, যেগুলো তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে উল্লেখিত ছিলো।

টীকা-৩৭২. 'ইলমে দ্বীন' (ধর্মীয় শিক্ষা) গোপন করা নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এসেছে যে, যে ব্যক্তিকে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সে জানে কিন্তু সে তা গোপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

মাস্আলাঃ আলিমদের উপর আপন জ্ঞান দ্বারা অপরের কল্যাণ করা, সত্যকে প্রকাশ করা এবং কোন অসদুদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তা থেকে কিছু গোপন না করা ওয়াজিব।

টীকা-৩৭৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা মানুষকে ধোকা দিয়ে ও পথভ্রষ্ট করে খুশী হয় এবং অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও এ কথা পছন্দ করে যে, তাদেরকে জ্ঞানী বলা হোক।

মাস্আলাঃ এ আয়াতে হুমকি রয়েছে আত্মপ্রশংসাকারীদের প্রতি এবং তার প্রতিও যে মানুষের নিকট থেকে তার মিথ্যা প্রশংসা চায়। যে ব্যক্তি জ্ঞান ব্যতিরেকেই নিজেকে আলিম হিসেবে প্রদর্শন করতে চায় কিংবা অনুরূপভাবে অন্য কোন অমূলক প্রশংসা নিজের জন্য পছন্দ করে তাদের উচিৎ যেন এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

টীকা-৩৭৪. এ'তে ঐসব বেয়াদবের খণ্ডন রয়েছে যারা বলেছিলো, "আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত।"

টীকা-৩৭৫. চিরস্থায়ী, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহনকারী।

টীকা-৩৭৬. যাদের বিবেক কলুষমুক্ত এবং সৃষ্টিকুলের আশ্চর্যপ্রদ ও দুর্লভ বস্তুসমূহের প্রতি, শিক্ষাগ্রহণ ও (স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে) প্রমাণ স্থির করার দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

রুকূ' - বিশ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٠

১৯০. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরস্পর পরিবর্তনাদির মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (৩৭৫) বিবেকবানদের জন্য (৩৭৬);

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

১৯১. যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ করে- দাঁড়িয়ে, বসে এবং কবটের উপর শুয়ে (৩৭৭) এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে (৩৭৮); হে প্রতিপালক আমাদের! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি (৩৭৯); পবিত্রতা তোমারই, সুতরাং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١٩٢

১৯২. হে প্রতিপালক আমাদের! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিয়ে যাবে তাকে নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছনা দিয়েছো এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ١٩٣

১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বানকারীকে (এরূপ আহ্বান করতে) শুনেছি (৩৮০) যিনি ঈমান আমার জন্য আহ্বান করেন, 'আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে প্রতিপালক আমাদের! সুতরাং আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করো এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করো (৩৮১)।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ١٩٤

১৯৪. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং আমাদেরকে প্রদান করো সেটা (৩৮২), যা তুমি আমাদেরকে প্রদান করার ওয়াদা করেছো আপন রসূলগণের মারফত এবং আমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন অপমানিত করোনা। নিঃসন্দেহে, তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

১৯৫. অতঃপর তাদের প্রার্থনা কবূল করেছেন তাদের প্রতিপালক (আর বলেন,) 'আমি তোমাদের মধ্যেকার কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পরিশ্রম নিষ্ফল করিনা- সে পুরুষ হোক, কিংবা নারী। তোমরা পরস্পর এক (৩৮৩)।

টীকা-৩৭৭. অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র স্মরণ করতেন। বান্দার কোন অবস্থা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে খালি না হওয়া চাই। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তের বাগানসমূহের ফল আহরণ করতে চায় তার জন্য অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা উচিত।

টীকা-৩৭৮. এবং তা দ্বারা সেগুলোর স্রষ্টার কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে প্রমাণ স্থির করে একথা আরযরত হয় যে,

টীকা-৩৭৯. বরং স্বীয় মা'রেফাতের দলীল স্থির করতো।

টীকা-৩৮০. সেই 'আহ্বানকারী' দ্বারা নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই উদ্দেশ্য। যাঁর শানে-

دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ

(আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী তাঁরই নির্দেশে) এরশাদ হয়েছে অথবা ক্বোরআন করীম (উদ্দেশ্য)।

টীকা-৩৮১. অর্থাৎ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং সালেহীন বান্দাদের সাথে, এভাবে যে, আমাদেরকে তাঁদের অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

টীকা-৩৮২. সেই অনুগ্রহ ও দয়া।

টীকা-৩৮৩. এবং কর্মসমূহের প্রতিদানের বেলায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শানে নুযূলঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! আমি হিজরতের ক্ষেত্রে নারীদের কোন উল্লেখই শুনছিনা; অর্থাৎ (শুধু) পুরুষদের মর্যাদাসমূহ জানতে পারলাম। কিন্তু এও যেন জানতে পারি যে, নারীরা ও হিজরতের ফলে কিছু সাওয়াব পাবে।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে যে, সাওয়াব বর্তায় আমলের উপরই চাই সে পুরুষ হোক, কিংবা নারী।

টীকা-৩৮৪. এ সবই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বদান্যতা।

টীকা-৩৮৫. শানে নুযূলঃ মুসলমানদের একটা দল বললো, "কাফির ও মুশরিক প্রমুখ আল্লাহ্‌র শত্রুরা তো আরাম-আয়েশে রয়েছে; অথচ আমরা অর্থাভাব ও দুঃখ-কষ্টে রয়েছি।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের এ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সামান্য ভোগ-সামগ্রী মাত্র। আর পরিণাম হচ্ছে ভয়ঙ্কর।

টীকা-৩৮৬. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় ঘরে হাযির হলে তিনি দেখলেন, সুলতানে কাউনাঈন (উভয় জগতের সম্রাট) একখানা চাটাইর উপর আরাম ফরমাচ্ছেন। নারিকেলের আঁশ ভর্তি চামড়ার বালিশ তাঁর শির মুবারকের নীচে শোভা পাচ্ছিল। পবিত্র শরীরের উপর চাটাইর ছাপ পড়েছে। এ অবস্থা দেখে হযরত ফারুকে আ'যম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! রোমান সম্রাট (কায়সার) ও পারস্য সম্রাট (কিস্‌রা) তো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে থাকবে আর আপনি আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে এমতাবস্থায়?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমার কি একথা পছন্দনীয় নয় যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত?"

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

সুতরাং ঐসব লোক, যারা হিজরত করেছে। নিজেদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার রাস্তায় নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও শহীদ হয়েছে, আমি নিশ্চয় তাদের সমস্ত পাপ মোচন করবো এবং নিশ্চয় তাদেরকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত (৩৮৪) আল্লাহ্‌র নিকটকার পুরস্কার স্বরূপ এবং আল্লাহ্‌রই নিকট উত্তম পুরস্কার রয়েছে।'

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. হে শ্রোতা! শহরগুলোতে কাফিরদের হেলেদুলে বিচরণ করা কখনো যেন তোমাকে ধোকা না দেয় (৩৮৫)।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. সামান্য উপভোগ (মাত্র)। অতঃপর তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ এবং কতোই নিকৃষ্ট বিছানা!

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. কিন্তু ঐসব লোক, যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যে গুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত (তারা) সর্বদা সেগুলোর মধ্যে থাকবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আতিথ্যস্বরূপ এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য সর্বাপেক্ষা শ্রেয় (৩৮৬)।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

১৯৯. এবং নিশ্চয় কিছু সংখ্যক কিতাবী এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং সেটার উপরও, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (৩৮৭)।

তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিনয়াবনত (৩৮৮); আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের পরিবর্তে হীন মূল্য গ্রহণ করেনা (৩৮৯)।

টীকা-৩৮৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, এ আয়াত হাবশাহ্‌র (আবিসিনিয়া) বাদশাহ্ নাজ্জাশীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তাঁর ওফাতের দিন সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীদেরকে বললেন, "চলো এবং আপন ভাইয়ের (জানাযার) নামায পড়ো, যে অন্য রাষ্ট্রে ওফাত প্রাপ্ত হয়েছে।" হুযূর 'জান্নাতুল বক্বী' শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং হাবশাহ্-ভূমি (আবিসিনিয়া) তাঁর সামনে হাযির করা হলো। আর নাজ্জাশী বাদশাহ্‌র লাশ (কফিন) তাঁর পবিত্র চোখের সামনে হলো। এর উপর তিনি (দঃ) চার তাকবীর সহকারে জানাযা নামায আদায় করলেন এবং তাঁর (নাজ্জাশী) মাগফিরাত কামনা করলেন।

সুব্‌হানাল্লাহ্! এ কেমন দৃষ্টিশক্তি! এ কেমন শান! সুদূর হাব্‌শাহ্‌র সরেযমীন হেজায-ভূখণ্ডে চোখের সামনে পেশ করা হচ্ছে!

মুনাফিকগণ এটার উপর সমালোচনা করলো আর বলতে লাগলো, "দেখো! (ইনি) হাব্‌শাহ্‌র খৃষ্টান বাদ্‌শাহর উপর জানাযার নামায পড়ছেন, যাকে তিনি কখনো দেখেনইনি এবং উনিও তাঁর দ্বীনের উপর ছিলেন না।" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন।

টীকা-৩৮৮. অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ এবং নম্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে;

টীকা-৩৮৯. যেমন, ইহুদী নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করে থাকে।

টীকা-৩৯০. আপন দ্বীনের উপর এবং সেটাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি কারণে পরিত্যাগ করোনা।

'সবর' (ধৈর্য)-এর অর্থের ক্ষেত্রে হযরত জুনায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "সবর হচ্ছে আত্মাকে কোন বিস্বাদ কর্মের উপর অটল রাখা, কোনরূপ বিরক্তি ব্যতিরেকেই।"

কোন কোন দার্শনিক বলেছেন- 'সবর' তিন প্রকারঃ

(১) অভিযোগ পরিহার করা,

(২) অদৃষ্টের লিখনকে সহজে বরণ করা এবং

(৩) একান্ত সন্তুষ্টি। ★

****

টীকা-১. 'সূরা নিসা' মদীনা তৈয়্যবায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একশ সাতাত্তরটি আয়াত, তিন হাজার পঁয়তাল্লিশটি পদ এবং ষোল হাজার ত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. এ সম্বোধনটা ব্যাপক। এতে সমস্ত আদমসন্তান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-৩. 'মানব-পিতা' (আবুল বশর) হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে, যাঁকে পিতা-মাতা ব্যতিরেকেই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রারম্ভিক সৃষ্টির বর্ণনা করে আল্লাহর কুদরতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও দুনিয়ার বিধর্মীরা তাদের বোধশক্তিহীনতা ও বিবেকহীনতাবশতঃ সেটা নিয়ে উপহাস করে, কিন্তু বুঝ ও বোধশক্তিসম্পন্নরা জানেন- এ বিষয়বস্তুটা এমন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যে, সেটা অস্বীকার করাই অসম্ভব।

আদম শুমারীর হিসাব এ কথার সন্ধান দেয় যে, আজ থেকে একশ বছর পূর্বে মানুষের সংখ্যা অনেক কম ছিলো এবং আরো একশ বছর পূর্বে আরো কম ছিলো। সুতরাং এভাবে অতীত কালের দিকে যেতে যেতে এ 'কম'-এর সংখ্যা একটা মাত্র সত্তায় গিয়ে দাঁড়াবে।

অথবা এভাবে বলুন, গোত্রসমূহের সংখ্যার আধিক্য একটা মাত্র ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। যেমন- 'সৈয়দ' দুনিয়ায় কোটি কোটি পাওয়া যাবে। কিন্তু অতীত কালের দিকে তাঁদের শেষ হবে 'সৈয়দে আলম' (বিশ্বকুল সরদার) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একমাত্র সত্তার উপর। আর 'বনী ইস্রাঈল' যতই অধিক সংখ্যক হোক না কেন, কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্যের প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালামের একটা মাত্র সত্তা। এভাবে আরো উপরের দিকে চলতে আরম্ভ করুন! তখন মানব জাতির সমস্ত গোত্র ও সম্প্রদায়ের শেষ একটা মাত্র সত্তার উপর হবে। তাঁর নাম আল্লাহর কিতাবাদিতে 'হযরত আদম' (আলায়হিস্ সালাম) বলে উল্লেখিত হয়।

এরা ঐসব লোক, যাদের সাওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে; এবং আল্লাহ্ সহসা হিসাব গ্রহণকারী।	أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾
২০০. হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ করো (৩৯০) এবং ধৈর্যে শত্রুদের চেয়ে এগিয়ে থাকো আর সীমান্তে ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এ আশার উপর যে, কৃতকার্য হবে। ★	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

সূরা নিসা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা নিসা মাদানী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৭৭ রুকূ'-২৪

রুকূ' - এক

১. হে মানবজাতি (২)! স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন (৩)	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ

আর এটা সম্ভব নয় যে, সেই এক ব্যক্তি বংশ-বিস্তারের সাধারণ নিয়মে সৃষ্ট হবেন। যদি তাঁর জন্য পিতা কল্পনা করা হয় তবে মা কোত্থেকে আসলেন? সুতরাং এ কথা অনিবার্য হলো যে, তাঁর সৃষ্টি পিতা ও মাতা ব্যতিরেকেই হয়েছে এবং যখন তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্ট হলেন, তখন নিশ্চয় ঐসব উপাদান থেকে সৃষ্ট হন, যেগুলো তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর উপাদানগুলোর মধ্য থেকে যে উপাদানে তাঁর বাসস্থান হয় এবং যা ছাড়া তিনি অন্য কিছুর মধ্যে থাকতে পারেন না সেটাই তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে অধিক হারে থাকা অনিবার্য। এ কারণে সৃষ্টির সম্পর্ক সেই উপাদানের প্রতি করা হবে।

এ কথাও প্রকাশ থাকে যে, বংশ-বিস্তারের সাধারণ পদ্ধতি এক ব্যক্তি থেকে জারী হতে পারেনা। এ কারণে তাঁর সাথে আরো একজন হওয়া চাই, যাতে

★ 'সূরা আল্-ই-ইমরান' সমাপ্ত।

জোড়া হয়ে যায়। আর সেই দ্বিতীয় মানুষ, যে তার পরে সৃষ্টি হবে, হিকমতের দাবী এটাই হয় যে, সেটা সেই শরীর থেকে সৃষ্টি করা হবে। কেননা, এক ব্যক্তির সৃষ্টি থেকে একটা 'শ্রেণী' মওজুদ হয়েছে। কিন্তু একথাও অনিবার্য যে, তাঁর সৃষ্টি প্রথম মানব থেকে বংশ বিস্তারের সাধারণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে অন্য কোন পদ্ধতিতে হয়েছে। কেননা, বংশ-বিস্তারের সাধারণ পদ্ধতি দু'জন ছাড়া সম্ভবপর নয়। আর এখানে হচ্ছেন মাত্র একজন। কাজেই, খোদায়ী হিকমতের মাধ্যমে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর বাম পার্শ্বের হাঁড় তাঁর নিদ্রাকালে বের করে নেয়া হয় এবং তা থেকে তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। যেহেতু, হযরত হাওয়া (আলায়হাস্ সালাম) বংশ-বিস্তারের সাধারণ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হননি, সেহেতু তিনি (হযরত হাওয়া) হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সন্তান হতে পারে না। যেমনিভাবে এ প্রক্রিয়ার পরিপন্থী মানব দেহ থেকে বহু কীটও সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলো তার সন্তান হতে পারেনা।

ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর নিকটে হযরত হাওয়াকে দেখতে পেয়ে জাতিগত ভালবাসা তাঁর অন্তরে ঢেউ খেলে যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?" তিনি আরয করলেন, "স্ত্রী।" বললেন, "কি জন্য সৃষ্ট হয়েছো?" আরয করলেন, "আপনার মনের শান্তির জন্য।" তখন তিনি তাঁর (হযরত হাওয়া) প্রতি আসক্ত হলেন।

টীকা-৪. সেগুলোকে ছিন্ন করোনা। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রিয্‌কের প্রশস্ততা চায় সে যেন আত্মীয়তা বজায় রাখে এবং নিকট-আত্মীয়দের প্রাপ্যসমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে।

টীকা-৫. শানে নুযূলঃ এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তার এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলো। যখন সেই এতিম সাবালক হলো এবং তার ধন-সম্পদ দাবী করলো, তখন চাচা তা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালো। এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। এটা শুনে সে ব্যক্তি এতিমের সম্পদ তাকে হস্তান্তর করলো এবং বললো, "আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি।"

এবং তারই থেকে তার জোড়া (সঙ্গীনী) সৃষ্টি করেছেন আর এ দু'জন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে যাচ্ঞা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো (৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বদা তোমাদেরকে দেখছেন।

২. এবং এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো (৫) এবং পবিত্রের (৬) পরিবর্তে অপবিত্র গ্রহণ করোনা (৭) আর তাদের ধন-সম্পদ তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করোনা। নিঃসন্দেহে, এটা মহাপাপ।

৩. এবং যদি তোমাদের এ আশংকা হয় যে, এতিম মেয়েদের ক্ষেত্রে সুবিচার করবেনা (৮); তবে বিবাহ করে নাও যেসব নারী তোমাদের ভালো লাগে-দুই দুই, তিন তিন, চার চার (৯)।

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①
وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا
الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ
كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ②
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ

টীকা-৬. অর্থাৎ স্বীয় হালাল সম্পদ।

টীকা-৭. এতিমের ধন-সম্পদ, যা তোমাদের জন্য হারাম; সেগুলোকে ভাল ভেবে নিজেদের নিকৃষ্ট মালের সাথে বদলেনিওনা। কেননা, সেই নিকৃষ্ট মানের সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র আর এটা হচ্ছে হারাম এবং অপবিত্র।

টীকা-৮. এবং তাদের হকসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারবেনা।

টীকা-৯. আয়াতের অর্থে কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) হযরত হাসানের অভিমত হচ্ছে- প্রাথমিক যুগে মদীনা মুনাওয়ারার লোকেরা আপন আপন তত্ত্বাবধানের এতিম মেয়েদেরকে তাদের ধন-সম্পদের কারণে বিয়ে করে ফেলতো অথচ তাদের প্রতি তাদের কোন আসক্তি থাকতোনা। অতঃপর তাদের সাথে সহবাস ও মেলামেশার ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার করতো না এবং তাদের ধন-সম্পদের ওয়ারিশ হবার উদ্দেশ্যে তাদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান থাকতো। এ আয়াতে তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

দুই) অপর এক অভিমত হচ্ছে- লোকেরা এতিমদের প্রতি অবিচার করার আশংকায় তাদের অভিভাবক হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় করতো, কিন্তু ব্যভিচারের কোন তোয়াক্কাই করতো না। তাদেরকে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা অবিচার করার আশংকায় এতিমদের অভিভাবক হওয়া থেকে বিরত থাকো, তবে ব্যভিচারেও ভয় করো এবং তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য হালাল তাদেরকে বিবাহ করো এবং হারামের নিকট যেওনা।"

তিন) অপর এক অভিমত হচ্ছে- লোকেরা এতিমদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হবার বেলায়তো অন্যায়-অবিচারের আশংকা করতো এবং বহু সংখ্যক বিবাহ করতেও কোন দ্বিধাবোধ করতো না। তাদেরকে বলা হয়েছে, "যখন অধিক স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে থাকে, তবে তাদের বেলায়ও অন্যায়- অবিচার করতে ভয় করো। ততজন স্ত্রীকেই বিবাহ করো, যতজনের প্রাপ্য আদায় করতে পারো।"

হযরত ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ক্বোরাঈশ বংশীয় লোকেরা দশজন করে অথবা তদপেক্ষাও বেশী স্ত্রী বিবাহ করতো। আর যখন এদের দার-দায়িত্ব আদায় করতে পারতো না, তখন তাদের তত্ত্বাবধানে যেসব এতিম মেয়ে থাকতো তাদের ধন-সম্পদ খরচ করে ফেলতো। এ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে, আপন সামর্থ্য দেখে নাও এবং চারজনের অধিক স্ত্রী বিবাহ করো না! যাতে তোমাদের এতিমদের ধন-সম্পদ খরচ করার প্রয়োজন না হয়।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আযাদ পুরুষের জন্য একই সময়ে চারজন পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ করা জায়েয আছে- চাই, তারা (স্ত্রীগণ) আযাদ হোক কিংবা বাঁদী (ক্রীতদাসী)।

মাস্আলাঃ সমস্ত উম্মাহ্র 'ইজমা' (একমত্য) প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে, একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী বিবাহ-বন্ধনে রাখা কারো জন্য জায়েয নয়, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত। এটা হুযূরের (দঃ) বিশেষত্বসমূহের অন্যতম।

আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর আটজন স্ত্রী ছিলো। হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন, "তাদের মধ্য থেকে চারজনকে রাখো!"

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে- গায়লান ইবনে সালমাহ্ সাক্বফী ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর দশজন স্ত্রী ছিলো। তারাও একসঙ্গে মুসলমান হলো। হুযূর (দঃ) নির্দেশ দিলেন তাদের মধ্য থেকে চারজনকে রাখতে।

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ
اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۳
وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً
فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۴
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ
جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ
فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ
قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۵
وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا
تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ
يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا
فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ
اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۶
لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ
وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۷
وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ

অতঃপর যদি তোমরা আশংকা করো যে, দু'জন স্ত্রীকে সমানভাবে রাখতে পারবে না, তবে একজনকেই করো অথবা দাসীদেরকে, যাদের তোমরা অধিকারী হও। এটা এরই অধিক নিকটে যে, তোমাদের দ্বারা অত্যাচার হবে না (১০)।

৪. এবং নারীদেরকে তাদের 'মহর' সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করো (১১)! অতঃপর যদি তারা সন্তুষ্ট মনে 'মহর' থেকে তোমাদেরকে কিছু দিয়ে দেয় তবে তা খাও, স্বাচ্ছন্দে (১২)।

৫. এবং নির্বোধদেরকে (১৩) তাদের সম্পদ অর্পণ করো না, যা তোমাদের নিকট আছে, যেগুলোকে আল্লাহ্ তোমাদের উপজীবিকা করেছেন এবং তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও ও পরিধান করাও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো (১৪)।

৬. এবং এতিমদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো (১৫), এ পর্যন্ত যে, তারা বিয়ের উপযুক্ত হবে। অতঃপর যদি তোমরা তাদের বোধশক্তি ঠিক দেখো, তবে তাদের ধন সম্পদ তাদেরকে অর্পণ করে দাও এবং সেগুলো খেওনা সীমা অতিক্রম করে এবং এ তাড়াহুড়ায় যে, তারা বড় হয়ে যায় কিনা। আর যার প্রয়োজন হয়না সে যেন নিবৃত্ত থাকে (১৬)। এবং যে অভাবী হয় সে যেন সংগত পরিমাণ খায়। অতঃপর যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করো তখন তাদের উপর সাক্ষী করে নাও! এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট হিসাব গ্রহণের ক্ষেত্রে।

৭. পুরুষদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই, যা ছেড়ে গেছে মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়রা এবং নারীদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই, যা ছেড়ে গেছে মাতাপিতা এবং নিকটাত্মীয়রা; পরিত্যক্ত সম্পত্তি অল্প হোক কিংবা বেশী, অংশ হচ্ছে নির্দ্ধারিত (১৭)।

৮. অতঃপর বন্টনকালে যদি নিকটাত্মীয় এতিম এবং মিসকীন (১৮)

টীকা-১০. মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করা ফরয। নতুন, পুরাতন, কুমারী, বিবাহিতা-সবাই এ অধিকারে সমান। এ সুবিচার পোশাক, পানাহার, বাসস্থান ও রাত্রি যাপনে। এসব বিষয়ে যেন সবার সাথে সমান আচরণ করা হয়।

টীকা-১১. এ থেকে জানা গেলো যে, মহরের অধিকারী হচ্ছে স্ত্রীগণ, তাদের অভিভাবকগণ নয়। যদি অভিভাবকগণ মহর উশুল করে থাকে তবে তাদের কর্তব্য হচ্ছে- সেই মহর সেটার হকদার স্ত্রীলোককে পৌঁছিয়ে দেয়া।

টীকা-১২. মাস্আলাঃ স্ত্রীদের এ মর্মে ইখ্তিয়ার আছে যে, তারা আপন স্বামীকে মহরের কিছু অংশ দান করবে কিংবা সম্পূর্ণ মহর। কিন্তু মহরের দাবী ছেড়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা কিংবা তাদের সাথে অসদাচরণ করা উচিৎ নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা طِبْنَ لَكُمْ এরশাদ করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে- 'অন্তরের খুশী সহকারে ক্ষমা করে দেয়া।'

টীকা-১৩. যারা এতটুকু বোধশক্তি রাখেনা যে, ধন-সম্পদের ব্যয়স্থল চিনতে পারে; বরং সেটার অপব্যয় করে বসে এবং যদি তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে তারা তাড়াতাড়ি বিনষ্ট করে ফেলবে।

টীকা-১৪. যা দ্বারা তাদের অন্তরে শান্তনা পায় এবং তারা দুঃখিত না হয়। উদাহরণ স্বরূপ, তাদেরকে এরূপ বলা হোক- "ধন সম্পদ তোমাদের এবং তোমরা বোধশক্তিসম্পন্ন হলে তোমাদের হাতে তা অর্পণ করা হবে।"

টীকা-১৫. যে, তাদের মধ্যে বুদ্ধি এবং লেনদেন সম্পর্কে বুঝার শক্তি সৃষ্টি হয়েছে কিনা।

টীকা-১৬. এতিমের ধন-সম্পদ গ্রাস করা থেকে।

টীকা-১৭. অন্ধকার যুগে স্ত্রীলোক এবং নাবালক ছেলেমেয়েদেরকে 'মীরাস' দিতোনা। এ আয়াতের মধ্যে এ প্রথা বাতিল করা হয়েছে।

টীকা-১৮. অনাত্মীয়, যাদের মধ্য থেকে কেউ মৃতের ওয়ারিশ নয় এমন কেউ

টীকা-১৯. বন্টনের পূর্বে এবং এ প্রদান করা মুস্তাহাব।

টীকা-২০. এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য অজুহাত, উত্তম প্রতিশ্রুতি এবং 'দো'আ-ই-খায়র' (হিতকামনা) সবই অন্তর্ভূক্ত। এ আয়াতের মধ্যে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ওয়ারিস নয় এমন নিকটাত্মীয়গণ, এতিমগণ এবং মিসকীনদেরকে কিছু সাদক্বাহ হিসেবে দেয়ার এবং সদালাপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবা কেরামের যুগে এর উপর আমল ছিলো। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা মীরাস বন্টনের সময় একটা ছাগল যবেহ করিয়ে খাবার তৈরী করলেন। আর নিকটাত্মীয়, এতিম এবং মিস্কীনদেরকে খাওয়ালেন এবং এ আয়াত শরীফ পাঠ করলেন। (মুহাম্মদ) ইবনে সীরীন একই বিষয়বস্তুর হাদীস ওবায়দাহ্ সালমানী থেকেও বর্ণনা করেন। তাতে এটাও রয়েছে যে, তিনি বর্ণনা করেন, "যদি এ আয়াত নাও আসতো তবুও আমি আমার মাল থেকে এ সাদক্বাহ করতাম।" 'তীজাহ্', যাকে (কারো মৃত্যুর) 'তৃতীয় দিবসের ফাতিহা' বলে এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তাও এ আয়াতের অনুসরণের শামিল। কারণ, এতেও নিকটাত্মীয়, এতিম এবং মিস্কীনদের মধ্যে সাদক্বাহ্ করা হয়। আর কলেমা শরীফের খতম, ক্বোরআন পাকের তেলাওয়াত এবং দো'আ উল্লেখিত 'সদালাপের' (قــول معروف) অন্তর্ভূক্ত।

এ ব্যাপারে কিছু এমন লোকের অযথা জেদের প্রবণতা দেখা যায়, যারা বুযর্গদের এ কাজের উৎসতো তালাশ করতে পারেনি এতদসত্ত্বেও যে, এতো পরিস্কার ভাষায় ক্বোরআন পাকে এর উল্লেখ ছিলো, কিন্তু তারা আপন মনগড়া মতবাদকে 'দ্বীন'-এ দখল দিয়েছে এবং সৎকর্মে বাধা প্রদানে তৎপর হয়েছে। আল্লাহ্ পাক হিদায়ত করুন!

فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ⑧

এসে উপস্থিত হয়, তবে তাদেরকেও তা থেকে কিছু দাও (১৯) এবং তাদের সাথে সদালাপ করো (২০)।

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ⑨

৯. এবং যেন ভয় করে (২১) ঐসব লোক, যদি তারা নিজেদের পরে অক্ষম সন্তানদের ছেড়ে যেতো, তবে তারা তাদের সম্পর্কে কেমন উদ্বিগ্ন হতো! সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে (২২) এবং সরল কথা বলে (২৩)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ⑩

১০. ঐসব লোক, যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের পেটের মধ্যে নিরেট আগুনই ভর্তি করে (২৪) এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে যাবে।

রুকূ' - দুই

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

১১. আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন (২৫) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে (২৬); পুত্রের অংশ দু'কন্যার সমান (২৭); অতঃপর যদি শুধু কন্যাগণই হয়, যদিও হয় দু'-এর অধিক (২৮), তবে তাদের জন্য ত্যাজ্য সম্পদের দু'তৃতীয়াংশ। আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তবে তার (সম্পত্তির) অর্ধেক (২৯)

টীকা-২১. 'ওয়াসী' (وصـى) ★, এতিমদের অভিভাবক এবং ঐসব লোক, যারা মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর প্রাক্কালে তার নিকট উপস্থিত থাকে।

টীকা-২২. এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির বংশধরদের সাথে স্নেহের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপ যেন না করে যার কারণে তার সন্তানগণ দুঃখিত হয়।

টীকা-২৩. রুগ্ন ব্যক্তির নিকট তার মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে উপস্থিত লোকদের 'সরল কথা' হচ্ছে এ যে, তাকে সাদক্বাহ ও ওসীয়ৎ সম্পর্কে এ পরামর্শ দেবে যেন সে তা এতটুকু সম্পত্তি থেকে করে যাতে তার সন্তানগণ গরীব ও রিক্তহস্ত হয়ে থেকে না যায়।

আর 'ওয়াসী' ও 'ওলী' (অভিভাবক)-এর 'সরল কথা' হচ্ছে- মুমূর্ষু ব্যক্তির বংশধরদের সাথে সদাচরণমূলক কথাবার্তা বলা, যেমনিভাবে আপন সন্তান-সন্ততির সাথে বলে থাকে।

টীকা-২৪. অর্থাৎ এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা আগুন খাওয়ারই নামান্তর মাত্র। কেননা, তা হচ্ছে শাস্তিরই কারণ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, ক্বিয়ামতের দিন এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎকারীরা এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তাদের কবর, মুখ ও কান থেকে ধূঁয়া নির্গত হতে থাকবে। তখন লোকেরা চিনতে পারবে যে, এরা এতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারী।

টীকা-২৫. ওয়ারিশদের সম্পর্কে

টীকা-২৬. যদি মৃত ব্যক্তি পুত্র ও কন্যা উভয়ই রেখে যায়, তবে-

টীকা-২৭. অর্থাৎ কন্যার অংশ পুত্রের অর্দ্ধেক। আর যদি মৃত ব্যক্তি শুধু পুত্র-সন্তান ছেড়ে যায় তবে সম্পূর্ণ সম্পদ তাদেরই।

টীকা-২৮. অথবা দুই

টীকা-২৯. এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, যদি একাকী পুত্রই ওয়ারিশ থেকে যায় তবে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তারই হবে। কেননা, পূর্বে পুত্রের অংশ কন্যাদের দ্বিগুণ বলা হয়েছে; সুতরাং যখন একমাত্র কন্যার অংশ অর্ধেক হলো তখন একমাত্র পুত্রের প্রাপ্য সম্পত্তি তার দ্বিগুণই হলো। আর তা হচ্ছে সম্পূর্ণই (كــل)।

★ যাকে ওসীয়ৎ করা হয়।

টীকা-৩০. চাই পুত্র হোক কিংবা কন্যা। তাদের প্রত্যেককেই 'আওলাদ' (সন্তান-সন্ততি) বলা হয়।

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ
يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ
فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

এবং মৃতের মাতা-পিতা; প্রত্যেকের জন্য তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক ষষ্ঠাংশ যদি মৃতের সন্তান থাকে (৩০)। যদি তার সন্তান না থাকে এবং মাতাপিতা রেখে যায় (৩১), তবে মায়ের জন্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ। অতঃপর যদি তার কতিপয় ভাই-বোন থাকে (৩২), তবে মায়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশ (৩৩) তার ঐ ওসীয়ত পূর্ণ করার পর, যা সে করে গেছে ও ঋণ পরিশোধ করার পর (৩৪)। তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রগণ, তোমরা কী জানো তাদের মধ্যে কে তোমাদের মধ্যে অধিক কাজে আসবে (৩৫)? এ অংশ নির্ধারিত আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

১২. এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যা ছেড়ে যায় তা থেকে তোমাদের জন্য অর্দ্ধেক- যদি তাদের সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ যেই ওসীয়ত তারা করে গেছে তা এবং ঋণ বের করে নেয়ার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে স্ত্রীদের জন্য এক চতুর্থাংশ (৩৬) যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক অষ্টমাংশ (৩৭) যে ওসীয়ত তোমরা করে যাও তা এবং ঋণ বের করে নেয়ার পর। আর যদি এমন কোন পুরুষ অথবা নারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হয় যে মাতাপিতা, সন্তান-সন্ততি কাউকেও রেখে যায়নি এবং মায়ের দিক থেকে তার ভাই অথবা বোন থাকে, তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। অতঃপর যদি ঐ ভাই-বোন একাধিক হয়, তবে সবাই এ তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে (৩৮) মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত ও ঋণ বের করে নেয়ার পর, যার মধ্যে সে কারো ক্ষতি না করে থাকে (৩৯)। এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

১৩. এসব আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত সীমা। আর যে নির্দেশ মান্য করে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের, আল্লাহ্ তাদেরকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।

টীকা-৩১. অর্থাৎ শুধু মাতা-পিতা রেখে যায় এবং মাতাপিতার সাথে স্বামী কিংবা স্ত্রীর কাউকে রেখে যায়, তবে মায়ের অংশ, স্বামীর অংশ বের করে নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তারই এক তৃতীয়াংশ হবে, সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ নয়।

টীকা-৩২. সহোদর হোক কিংবা সৎ ভাই।

টীকা-৩৩. আর একমাত্র ভাই থাকলে সে মায়ের অংশ হ্রাস করতে পারবে না।

টীকা-৩৪. কেননা, ওসীয়ত ও ঋণ পরিশোধ ওয়ারিশদের প্রাপ্য বন্টনের পূর্বে করতে হয়। আর ঋণ ওসীয়তেরও পূর্বে পরিশোধ যোগ্য। হাদীস শরীফে আছে إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (নিশ্চয় ঋণ ওসীয়তের পূর্বে পরিশোধ করতে হয়।)

টীকা-৩৫. এ কারণে অংশগুলোর নির্দ্ধারণ তোমাদের অভিমতের উপর ছেড়ে রাখেন নি।

টীকা-৩৬. চাই একটি স্ত্রী হোক কিংবা কয়েকটি। এক স্ত্রী হলে সে একাকীই এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি কয়েকজন হয় তবে সবাই ঐ চতুর্থাংশের মধ্যে সমান অংশীদার হবে। চাই স্ত্রী একজন হোক কিংবা কয়েকজন- অংশ এটাই থাকবে।

টীকা-৩৭. চাই স্ত্রী একজন হোক কিংবা একাধিক।

টীকা-৩৮. কেননা, তারা মায়ের সম্পর্কের বদৌলতে হকদার হয়েছে। আর মা এক তৃতীয়াংশের অধিক পায়না এবং এ কারণেই তাদের মধ্যে পুরুষের অংশ নারী অপেক্ষা অধিক নয়।

টীকা-৩৯. আপন ওয়ারিশগণকে, এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক ওসীয়ত করে অথবা কোন ওয়ারিশের পক্ষে ওসীয়ত করে।

'ফরা-ইয' (উত্তরাধিকার আইন) সম্পর্কীয় মাসা-ইলঃ

ওয়ারিশ কয়েক প্রকার। যথা–

আসহাব-ই-ফরা-ইযঃ এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের জন্য অংশ নির্দ্ধারিত রয়েছে। যেমন-

কন্যাঃ যদি একজন হয় তবে সে অর্দ্ধেক সম্পত্তির অংশীদার; একাধিক হলে সবার জন্য দু'তৃতীয়াংশ।

পৌত্রী, প্রপৌত্রী এবং তৎনিম্নের প্রত্যেক প্রপৌত্রীঃ যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে, তবে তারা কন্যার হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। আর যদি মৃতব্যক্তি একটা মাত্র কন্যা রেখে যায়, তবে সে তার সাথে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। যদি মৃত ব্যক্তি পুত্র-সন্তান রেখে যায়, তবে সে (পৌত্রী) বঞ্চিত হবে; কিছুই পাবেনা। আর যদি মৃতব্যক্তি দু'কন্যা রেখে যায় তবুও পৌত্রী বঞ্চিত হবে; তবে যদি তার সাথে অথবা তার নিম্ন পর্যায়ের কোন পুত্র সন্তান থাকে, তবে সে তাকেও 'আসাবা' ★ করে দেবে।

সহোদরাঃ মৃতের পুত্র কিংবা পৌত্র না থাকাবস্থায় কন্যাদের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে।

বৈমাত্রেয়া বোনেরাঃ যারা একই পিতার বংশধর এবং তাদের মায়েরা হয় ভিন্ন ভিন্ন। তারা (মৃতের) সহোদরা না থাকাবস্থায় তাদেরই মতো। আর উভয় প্রকারের বোন অর্থাৎ বৈমাত্রেয়া ও সহোদরা মৃতের কন্যা অথবা পৌত্রীর সাথে 'আসাবা' হয়ে যায়। কিন্তু পুত্র, পৌত্রগণ ও তৎনিম্ন পৌত্রগণ এবং পিতা থাকাবস্থায় বঞ্চিত। আর হযরত ইমাম আযম সাহেব (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মতে দাদা থাকাবস্থায়ও বঞ্চিত।

সৎ ভাই-বোনঃ যারা শুধু মায়ের সূত্রে শরীক হয়। তাদের মধ্যে যদি একজন থাকে, তবে এক ষষ্ঠাংশ আর একাধিক হলে এক তৃতীয়াংশ এবং তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী সমান অংশ পাবে। আর পুত্র ও পৌত্রগণ এবং তৎনিম্নের পৌত্রগণ পিতা ও পিতামহ থাকাবস্থায় বঞ্চিত হয়ে যাবে। পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ যদি মৃতব্যক্তি পুত্র অথবা পৌত্র কিংবা তৎনিম্নের পৌত্রদেরকে রেখে যায়। আর যদি মৃতব্যক্তি কন্যা অথবা পৌত্রী অথবা তৎনিম্নের কোন প্রপৌত্রী রেখে যায়, তবে পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ এবং ঐ অবশিষ্টাংশও পাবে, যা 'আসহাবে ফরাইয'-কে দিয়ে অবশিষ্ট থাকে।

দাদা অর্থাৎ পিতামহঃ (মৃতের) পিতা জীবিত না থাকাবস্থায় পিতার মতোই; এতদ্ব্যতীত যে, মাকে 'অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ' (ثُلُثُ مَا بَقِىَ)-এর দিকে 'রদ্দ্' করতে পারবে না। মায়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশই।

সূরা ঃ ৪ নিসা	১৫৯ পারা ঃ ৪
১৪. এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয় এবং তাঁর সমস্ত সীমা লংঘন করে আল্লাহ্ তাকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করাবেন, যার মধ্যে সর্বদা থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনার শাস্তি (৪০)।	وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾ ع

মানযিল - ১

যদি মৃতব্যক্তি আপন সন্তান-সন্ততি অথবা আপন পুত্র কিংবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রের সন্তান অথবা ভাই ও বোন থেকে দু'জনকে রেখে যায়- চাই সেই ভাই সহোদর হোক কিংবা সৎভাই হোক। আর যদি তাদের মধ্য থেকে কাউকেও রেখে না যায়, তবে মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে। যদি মৃত স্বামী অথবা স্ত্রী এবং পিতা-মাতা রেখে যায়, তবে মা, স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা থেকে এক তৃতীয়াংশ পাবেন। আর جَدَّة (দাদী বা নানী)-এর জন্য এক ষষ্ঠাংশ- চাই সে মায়ের দিক থেকে হোক অর্থাৎ নানী অথবা পিতার দিক থেকে অর্থাৎ দাদী; একজন হোক কিংবা একাধিক।

নিকটবর্তিনী দূরবর্তীনীর জন্য অন্তরায় হয়ে যায়, আর মাতা প্রত্যেক প্রকারের جَدَّة (দাদী ও নানী)-এর জন্য অন্তরায় হয়। পিতামহগণের জন্য পিতা অন্তরায়। এমতাবস্থায় তারা কিছুই পাবেনা।

স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ যদি মৃত আপন পুত্র কিংবা পৌত্র-প্রপৌত্র প্রমুখের সন্তান রেখে যায়। আর যদি এ ধরণের বংশধর রেখে না যায়, তবে স্বামী অর্দ্ধেক পাবে।

স্ত্রী মৃতের এবং তার পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সন্তান থাকাবস্থায় এক অষ্টমাংশ পাবে এবং না থাকাবস্থায় এক চতুর্থাংশ পাবে।

আসাবাঃ ঐসব ওয়ারিশ, যাদের জন্য কোন অংশ নির্দ্ধারিত নেই। 'আসহাব-ই ফরাইয' তাদের নির্দ্ধারিত অংশগুলো নিয়ে যাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই পেয়ে থাকে।

তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হচ্ছে পুত্র, অতঃপর তার পুত্র, অতঃপর তৎনিম্নের পৌত্রগণ। অতঃপর পিতা, তারপর দাদা, তারপর পিতৃপুরুষদের পরম্পরায় যে পর্যন্ত কাউকেও পাওয়া যায়।

অতঃপর সহোদর ভাই, অতঃপর বৈমাত্রেয় ভাই, তারপর সহোদর ভাইয়ের পুত্র, তারপর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, তারপর চাচা, তারপর পিতার চাচা, তারপর দাদার চাচা, তারপর আযাদকারী, তারপর তার আসাবাগণ– ক্রমানুসারে।

আর যেসব নারীর অংশ অর্দ্ধেক অথবা দু'তৃতীয়াংশ তারা তাদের ভাইদের সাথে 'আসাবা' হয়ে যায়; আর যারা এমন নয়, তারা হয়না।

যাভিল আরহাম (ذَوِى الْاَرْحَام)ঃ 'আস্হাব-ই-ফরয' ও 'আসাবা' ব্যতীত যেসব নিকটাত্মীয় রয়েছে তারাই 'যাভিল আরহাম'-এর অন্তর্ভূক্ত। তাদের ক্রমঃবিন্যাসও 'আসাবাদের' ন্যায়।

টীকা-৪০. কেননা, 'সমস্ত সীমা লংঘনকারী' হচ্ছে 'কাফির।' কারণ, মু'মিন যেমনই পাপী হোক না কেন ঈমানের সীমাতো অতিক্রম করে না।

★ অর্থাৎ 'আসহাবে ফরাইয' প্রমুখ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের নির্দ্ধারিত অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক।

টীকা-৪১. অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যেকার।

টীকা-৪২. যাতে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে না পারে।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ শাস্তি নির্দ্ধারণ করেন কিংবা তাওবা এবং বিবাহের তৌফিক দান করেন। যেসব মুফাস্‌সির এ আয়াতের মধ্যে الفاحشة শব্দের অর্থ 'যিনা' (ব্যভিচার) দ্বারা করেন, তাঁরা বলেন যে, 'ঘরে আবদ্ধ রাখা'-এর হুকুম 'শাস্তির বিধান' নাযিল হবার পূর্বেরই ছিলো। 'শাস্তির বিধান' (حدود) নাযিল হবার সাথে সাথে সেটা রহিত হয়ে গেছে। (খাযিন, জালালাঈন ও আহ্‌মদী)।

রুকূ' – তিন

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝

১৫. এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ তোমাদের নিজেদের মধ্যেকার (৪১) চারজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করো। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে সেসব নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখো (৪২), যে পর্যন্ত না তাদেরকে মৃত্যু উঠিয়ে নেয় কিংবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোন সুরাহা বের করেন (৪৩)।

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

১৬. এবং তোমাদের মধ্যে যেই নারী-পুরুষ এমন অপকর্ম করে, তাদেরকে কষ্ট দাও (৪৪)। অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায় তবে তাদের রেহাই দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা তাওবা কবূলকারী, দয়ালু (৪৫)।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১৭. সেই তাওবা, যা কবূল করা আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহক্রমে অপরিহার্য করে নিয়েছেন, তা তাদের জন্যই, যারা না জেনে মন্দ কাজ করে বসেছে, তারপর সত্বর তাওবা করে নেয় (৪৬), এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ্ স্বীয় দয়া সহকারে প্রত্যাবর্তন করেন; এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰىٓ اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৮. এবং সেই তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা গুনাহসমূহে লিপ্ত থাকে (৪৭), এ পর্যন্ত যে, যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে, 'এখন আমি তাওবা করলাম (৪৮)' এবং না তাদের জন্য, যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি (৪৯)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ

১৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে জোর পূর্বক (৫০);

টীকা-৪৪. তিরস্কার করো, ধমক দাও, মন্দ বলো, লজ্জা দাও, জুতা মারো! (জালালাঈন, মাদারিক ও খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৪৫. হযরত হাসানের অভিমত হচ্ছে– 'যিনা'র শাস্তি প্রথমে 'কষ্ট দেয়া' সাব্যস্ত হয়। অতঃপর ঘরে অবরুদ্ধ রাখা। তারপর চাবুক মারা কিংবা পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে হত্যা করা।

'ইবনে বাহ্‌র'-এর অভিমত হচ্ছে- প্রথম আয়াত وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ ঐসব নারীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা নারীদের সাথে 'সমকামিতামূলক' কুকর্মে লিপ্ত হয় এবং দ্বিতীয় আয়াত وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا .... পুরুষের পায়ু মৈথুনকারী পুরুষদের (لواطت) প্রসঙ্গে। আর যিনাকারী ও যিনাকারীনীর হুকুম 'সূরা নূর'-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এতদভিত্তিতে, এ আয়াত দু'টি 'মানসূখ' (রহিত) নয়। আর এ গুলো ইমাম আবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর জন্য প্রকাশ্য প্রমাণ এ কথার সমর্থনে যে, তিনি বলেন, "পুরুষ পুরুষের পায়ু মৈথুনকারী' পুরুষের শাস্তি হচ্ছে 'তা'যীর'★; حد বা যিনার জন্য নির্দ্ধারিত শাস্তি নয়।"

টীকা-৪৬. দোহ্‌হাকের অভিমত হচ্ছে– যে তাওবা মৃত্যুর পূর্বক্ষণে করা হয়, সেটাই 'সত্বর' তাওবা করে নেয়া।'

টীকা-৪৭. এবং তাওবা করার বেলায় বিলম্ব করতে থাকে।

টীকা-৪৮. তাওবা কবূল করার ওয়াদা, যা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, তা এমন লোকদের জন্য নয়। আল্লাহ্ মালিক, যা চান করেন। তাদের তাওবা কবূল করেন কিংবা করেন না, পাপ ক্ষমা করেন কিংবা শাস্তি দেন– সবই তাঁর ইচ্ছা। (আহ্‌মদী)

টীকা-৪৯. এ থেকে জানা গেলো যে, মৃত্যুর সময় কাফিরের তাওবা এবং তার ঈমান গ্রহণীয় নয়।

টীকা-৫০. **শানে নুযূলঃ** অন্ধকার যুগের লোকেরা ধন-সম্পদের ন্যায় নিজ নিকটাত্মীয়দের স্ত্রীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। অতঃপর ইচ্ছা করলে কোন মহর ব্যতিরেকেই তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে রাখতো কিংবা অন্য কারো সাথে বিবাহ দিতো এবং নিজেরা 'মহর' নিয়ে নিতো। অথবা তাদেরকে বন্দী করে

★ 'তা'যীর': যিনার জন্য নির্দ্ধারিত শাস্তির নিম্নপর্যায়ের অনির্দ্ধারিত শাস্তি, যা বিচারক নির্দ্ধারণ করেন।

রাখতো যেন উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছে তা দিয়েই মুক্তিলাভ করে; কিংবা মৃত্যুবরণ করে; তখন তারা তাদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসতো। মোটকথা, ঐসব স্ত্রীলোক তাদের হাতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হয়ে যেতো এবং আপন ইচ্ছায় কিছুই করতে পারতো না। এ কুপ্রথা রহিত করার জন্য এ আয়াত শরীফ নাযিল করা হয়েছে।

টীকা-৫১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেন- এ আয়াত ঐ সমস্ত লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা আপন স্ত্রীদেরকে ঘৃণা করে। আর এ উদ্দেশ্যে দুর্ব্যবহার করে যে, স্ত্রী পেরেশান হয়ে মহর ফেরত দেবে কিংবা দাবী প্রত্যাহার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এটা নিষিদ্ধ করেছেন।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- লোকেরা স্ত্রীকে তালাক্ব দিতো অতঃপর 'পুনঃগ্রহণ' করতো। অতঃপর তালাক্ব দিতো। এভাবে তাকে আটকে রাখতো যাতে না সে তাদের নিকট আরাম পেতো, না অন্যত্র ঠিকানা করে নিতে পারতো। এটাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অপর এক অভিমত হচ্ছে এ যে, মৃতের অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করে বলে দেয়া হয়েছে যেন তারা 'যাদের নিকট থেকে মীরাস পাচ্ছে', (مــورث) তাদের স্ত্রীদেরকে বাধা না দেয়।

এবং স্ত্রীগণকে বাধা দিওনা এ উদ্দেশ্যে যে, যে মহর তাদেরকে দিয়েছিলে তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে (৫১), কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় (৫২) এবং তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করো (৫৩)। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অপছন্দ হয় (৫৪), তবে এটা সন্নিকটে যে, কোন বস্তু তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হয় আর আল্লাহ্ সেটার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন (৫৫)।

২০. এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও (৫৬) এবং তাকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাকো (৫৭) তবুও তা থেকে কিছু ফেরত নিওনা (৫৮)। তোমরা কি সেটা ফেরত নেবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং প্রকাশ্য পাপাচার দ্বারা (৫৯)?

২১. এবং কিরূপে সেটা ফেরত নেবে; অথচ তোমরা একে অপরের সম্মুখে বেপর্দা হয়ে গেছো এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে (৬০)?

২২. এবং পিতৃপুরুষদের বিবাহকৃত নারীদের সাথে বিবাহ করো না (৬১);

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ
زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

টীকা-৫২. স্বামীর অবাধ্যতা কিংবা তাকে অথবা তার পরিবারবর্গকে কষ্ট দেয়া, গালিগালাজ করা অথবা হারাম কার্য (ব্যভিচার) ইত্যাদির যে কোন অবস্থায় 'খুলা' ★ চাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই।

টীকা-৫৩. ভরণ-পোষণের মধ্যে, কথা-বার্তার মধ্যে এবং দাম্পত্য বিষয়াদির মধ্যে।

টীকা-৫৪. দৈহিক গড়ন কিংবা রূপ অপছন্দ হওয়ার কারণে; তবে ধৈর্য ধরো, বিচ্ছেদ কামনা করোনা।

টীকা-৫৫. সুসন্তান ইত্যাদি।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ একজনকে তালাক্ব দিয়ে অন্য কাউকে বিবাহ করতে চাও;

টীকা-৫৭. এ আয়াত থেকে মোটা অংকের 'মহর' নির্দ্ধারণ করায় বৈধতার পক্ষে প্রমাণ স্থির করা হয়েছে। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "স্ত্রীদের মহর মোটা অংকের সাব্যস্ত করেনা।" একজন মহিলা এ আয়াত পাঠ করে বললো, "হে ইবনে খাত্তাব (হযরত ওমর)! আল্লাহ্ আমাদেরকে দিচ্ছেন আর আপনি নিষেধ করছেন?" এর উত্তরে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ওমর! তোমার চেয়ে প্রত্যেকেই অধিকতর বোধশক্তিসম্পন্ন।" (আর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা) যা চাও সাব্যস্ত করো।"

সুবহানাল্লাহ্! রসূলে পাকের খলীফার কেমন ন্যায়-বিচার এবং তাঁর মহান আত্মার কী পবিত্রতা! আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর অনুসরণের শক্তি দিন! আমীন।

টীকা-৫৮. কেননা, বিচ্ছেদ তোমাদের দিক থেকে (ঘটেছে)।

টীকা-৫৯. এটা অন্ধকার যুগের লোকদের ঐ কাজের খণ্ডন যে, যখন তাদের নিকট অন্য কোন স্ত্রীলোক ভালো লাগতো, তখন তারা নিজ স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতো, যাতে তারা তার উপর বিরক্ত হয়ে যা কিছু নিয়েছিলো ফেরত দিয়ে দেয়। এ কুপ্রথাকে এ আয়াতে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অপবাদ ও পাপাচার বলে অখ্যায়িত করেছেন।

টীকা-৬০. সেই অঙ্গীকার হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এ এরশাদ- فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (অর্থাৎ তাদেরকে ভাল পন্থায় রেখে দাও অথবা ভাল পন্থায় ছেড়ে দাও!)

মাসআলাঃ এ আয়াত প্রমণ এর পক্ষে যে, 'খিলওয়াত-ই-সহীহাহ্' (সহবাসের জন্য কোন শরীয়ত সম্মত বাধা বিহীন নির্জনতা) দ্বারা 'মহর' নিশ্চিত হয়ে যায়।

টীকা-৬১. যেমন অন্ধকার যুগের প্রচলন ছিলো যে, পুত্র আপন মা ব্যতীত পিতার পর তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে বিবাহ করতো।

★ 'খুলা' (خلع): স্ত্রী নিজ পক্ষ থেকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে স্বামীর সাথে বুঝাপড়া করে বা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার বিনিময়ে যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় তা 'খুলা'।

টীকা-৬২. কেননা, পিতার স্ত্রী মায়ের স্থলাভিষিক্ত। কেউ কেউ বলেন, এখানে 'বিবাহ' অর্থ 'সহবাস'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতার 'সহবাসকৃত' অর্থাৎ যার সাথে সহবাস করেছে– চাই বিবাহের মাধ্যমে কিংবা যিনার মাধ্যমে অথবা দাসী হলে তার মালিক হয়ে- তন্মধ্যে যে কোন অবস্থায় তার সাথে পুত্রের বিবাহ হারাম।

টীকা-৬৩. এখন এর পর যত নারী হারাম, তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে সাতজন তো বংশীয় সূত্রে হারাম।

টীকা-৬৪. এবং প্রত্যেক নারী, যার প্রতি পিতা কিংবা মাতার মধ্যস্থতায় বংশ প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ দাদী ও নানীগণ, চাই নিকটের হোক কিংবা দূরের, সবই মা এবং আপন জননীর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-৬৫. পৌত্রীগণ এবং নাত্নীগণ, যে কোন স্তরের হোক না কেন, কন্যাদের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-৬৬. এর সবাই সহোদরা হোক কিংবা বৈ-মাত্রেয়া। তাদের পরে সেসব নারীর কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা অন্য কোন কারণে হারাম।

টীকা-৬৭. দুধের জ্ঞাতি বন্ধনে, স্তন্যপানের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে, অল্প পরিমাণ দুধ পান করা হোক কিংবা বেশী, তার সাথে হারামের হুকুম সম্পর্কিত হয়। স্তন্য পানের সময়সীমা হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মতে, ত্রিশ মাস এবং 'সাহেবাঈন' (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ, রাহেমাহুমাল্লাহ্)-এর মতে দু'বছর। দুধ পানের এ সময়সীমার পর যে দুধ পান করা হবে, তার সাথে হারাম হওয়ার হুকুম সম্পর্কিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা 'স্তন্যপান' (رضاعت) করানোকে 'বংশ'-এর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আর স্তন্যদানকারীনীকে দুগ্ধপায়ীর মাতা এবং তার কন্যাকে স্তন্যপায়ীর বোন বলেছেন। অনুরূপভাবে, স্তন্যদানকারীনীর স্বামী স্তন্যপায়ী শিশুর পিতা এবং তাঁর পিতা শিশুর দাদা, তাঁর বোন ফুফু, তাঁর প্রত্যেক সন্তান, যে স্তন্যদানকারীনী ব্যতীত অন্য কোন মহিলার গর্ভ থেকেও হয়- চাই সে স্তন্যদানের পূর্বে জন্মগ্রহণ করুক কিংবা তার পরে- এরা সবাই তার বৈ-মাত্রেয় ভাই-বোন। আর স্তন্যদানকারীনীর মাতা স্তন্যপায়ী শিশুর নানী। এবং তাঁর বোন তার খালা এবং সেই স্বামী থেকে তার যতো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তারা স্তন্যপায়ী শিশুর দুধ-ভাইবোন। আর এ স্বামী ব্যতীত অন্য স্বামী থেকে যারা হবে তারা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। এর পক্ষে উৎস (দলীল) হচ্ছে এই হাদীস- "স্তন্যপান করার কারণে সেসব আত্মীয়তা হারাম হয়ে যায়, যেগুলো বংশের কারণে হারাম হয়।" এ কারণে, স্তন্যপায়ী ছেলের উপর তার দুধ- মাতাপিতা এবং তার বংশজাত ও দুধপানজনিত মূল ও শাখা প্রশাখা সবই হারাম।

টীকা-৬৮. এখান থেকে ঐসব স্ত্রীলোকের বর্ণনা রয়েছে, যারা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কের কারণে হারাম হয়। তারা তিনজন বলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ ১) স্ত্রীদের মাতাগণ, ২) স্ত্রীদের কন্যাগণ এবং ৩) পুত্রদের স্ত্রীগণ।

স্ত্রীদের মাতাগণ শুধু বিবাহের 'আক্বদ'-এর কারণে হারাম হয়ে যায়, চাই– সেসব নারী সহবাসকৃত হোক কিংবা সহবাসকৃত নাই হোক।

টীকা-৬৯. 'কোলে থাকা' অধিকাংশ অবস্থারই বিবরণ মাত্র, হারাম হওয়ার পূর্বশর্ত নয়।

টীকা-৭০. তাদের মায়েদের সাথে তালাক্ব কিংবা মৃত্যু ইত্যাদির কারণে সহবাসের পূর্বে বিচ্ছেদ ঘটার অবস্থায় তাদের সাথে বিবাহ বৈধ।

টীকা-৭১. এর দ্বারা مُتَبَنّٰى (পোষ্য পুত্র/ Adopted Son) বের হয়ে গেছে। তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বৈধ। কিন্তু দুগ্ধপুত্রদের স্ত্রীও হারাম। কেননা, সে ঔরসজাতের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। আর পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ পুত্রদের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-৭২. এটাও হারাম- চাই উভয় বোনকে বিবাহ দ্বারা একত্রিত করা হোক কিংবা দু'বাঁদী (সহোদরা)-কে মালিকানা সূত্রে সহবাসের মাধ্যমে হোক। আর হাদীস শরীফে ফুফু-ভাতিজী ও খালা-ভাগ্নীকে বিবাহে একত্রিত করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। আর 'নিয়ম' হচ্ছে যে, বিবাহে এমন দু'জন স্ত্রীকে একত্রিত করা হারাম, যাদের মধ্যেকার কোন একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে অপরজন তার (কল্পিত পুরুষ)-এর জন্য হালাল হয়না। যেমন- ফুফু ও ভাতিজী। অর্থাৎ যদি ফুফুকে পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে চাচা হলো। সুতরাং ভাতিজী তার জন্য হারাম। আর যদি ভাতিজীকে পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে ভাতিজা হলো। কাজেই, ফুফু তার জন্য হারাম হলো। 'হারাম হওয়া' উভয় দিক থেকেই। আর যদি একদিক থেকে হয় তবে একত্রিত করা হারাম হবেনা। যেমন স্ত্রী এবং তার স্বামীর কন্যা। এদের উভয়কে একত্রিত করা হালাল। কেননা, স্বামীর কন্যাকে পুরুষ কল্পনা করা হলে তার জন্য পিতার স্ত্রীতো হারাম হয়ে থাকবে; কিন্তু অন্য দিক থেকে এটা নেই। অর্থাৎ স্বামীর স্ত্রীকে যদি পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে আত্মীয় হবে না এবং কোন জ্ঞাতি বন্ধনই থাকবেনা। ★

কিন্তু পূর্বে যা হয়ে গেছে। তা নিঃসন্দেহে অশ্লীলতা (৬২) এবং ক্রোধের কাজ ও অতি ঘৃণ্য পথ (৬৩)।

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

রুকূ' – চার

২৩. হারাম হয়েছে তোমাদের উপর তোমাদের মাতাগণ (৬৪), কন্যাগণ (৬৫), বোনগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ, ভাগ্নীগণ (৬৬), তোমাদের সেসব মাতা যারা দুধ পান করায়েছে (৬৭), দুধ-বোনগণ, স্ত্রীদের মাতাগণ (৬৮), তাদের ঐসব কন্যাগণ, যারা তোমাদের কোলে (লালন-পালনে) রয়েছে (৬৯) ঐসব স্ত্রী থেকে, যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো। অতঃপর যদি তোমরা তাদের সাথে সহবাস না করে থাকো, তবে তাদের কন্যাদের (বিবাহ করার) মধ্যে কোন ক্ষতি নেই (৭০), তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীগণ (৭১), এবং দু'বোনকে একত্রিত করা (৭২) কিন্তু যা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। ★

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ
أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

মানযিল – ১

★ 'চতুর্থ পারা' সমাপ্ত।